শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য

N, 433

(মুক্তিমার্গ)

বুধাঃ কর্ণে কুর্ব্বন্তনিশমিদমর্থ্যং মম বচঃ
সুদুষ্প্রাপ্যং যত্তদ্বিমলপদবন্ধৈর্বিরচিতম্ ।
মহাত্মীয়ং গ্রন্থে বিমলমতিভির্বৈষ্ণবকুলৈঃ
সদা সেব্যঞ্চৈতদ্ভবতু চ ন যাচেহমিতরৎ ॥

প্রণেতা—

আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক (H. M. B.)
ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপল সরস্বতী বিদ্যাপীঠ ।

প্রকাশক—

ধর্ম্মবীর শ্রীচৌথমল গিরদাবর
রিটায়ার্ড কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ অফিসার, জয়পুর ষ্টেট ।

সন ১৩৫১ সাল ।

আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ

আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ কৌশিক (H. M. B.)

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল সরস্বতী বিদ্যাপীঠ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য।

প্রথমং সোপানম্।

যৎপাদাম্বুজলগ্নধূলিসুকণাং প্রাপ্তুং সদোৎকণ্ঠিতাঃ।
সংযত্তাশ্চ মুনীশ্বরা হি সুদৃঢ়ং ধ্যানে পরাঃ কাদয়ঃ॥
সোঽপ্যেষ ব্রজনন্দনস্তু সততং যৎপাদসেবোৎসুকঃ,
শ্রীরাধাং বৃষভানুজাং পরমহং তামাশ্রয়ে সর্ব্বদা॥১॥

হে রাধিকে! সুমতিদে! বিদধাতু নিত্যং,
প্রীতিং সদা স্বচরণে মম মন্দবুদ্ধেঃ।
যেন ত্বদীয়মহিমাকরকুণ্ডযুগ্মে,
স্নাত্বা তদীয়মহিমাকথনে ক্ষমঃ স্যাম্॥২॥

যে শ্রীভগবানের চরণকমল-লগ্ন-রজঃকণ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অহর্নিশ যত্ন করিতেছেন এবং ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন যাঁহার পাদসেবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎসুক, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার আশ্রয় আমি সর্ব্বদা গ্রহণ করিলাম॥ ১ ॥

হে সুমতিদায়িনি শ্রীরাধিকে! আপনার মহিমাকর-কুণ্ডযুগলে (শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ডে) স্নান করিয়া ঐ কুণ্ডদ্বয়ের মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ হইতে পারি, আপনার চরণারবিন্দে তদ্রূপ সুমতি এই মন্দবুদ্ধিকে প্রদান করুন॥২॥

যৎকীর্ত্তি সাগরবরে বহবো মহান্তঃ,
স্নাতাঃ পরং নতু গতাঃ কথনেন পারং।
কাহং তু তত্র পরমাণুকুবুদ্ধিমানী,
বক্তুং ক্ষমো যদি পরং করুণা ময়ি স্যাৎ ॥৩॥

সংদৃভিতা দৃভিতাপি বৈ সুমনসা সদ্‌গ্রন্থগুণসংযুতা,
চেন্নতু যা ভগবৎপরা চ তদীয়ঞ্জিঘ্রন্তি নহি বৈষ্ণবাঃ।
শ্রীভগবদ্‌গুণরঞ্জিতা কলুষিতা সদ্ভিঃ সদৈবাদৃতা,
অরাতি জাতোৎসাহ এব তদহং মূঢ়োঽপি সম্যগ্‌ যথা ॥৪॥

পাদ্মস্যোত্তরখণ্ডতোহি চ তথা স্কান্দাদিবারাহতঃ,
ব্রহ্মাণ্ডাচ্চতুর্গৌতমীয়তন্ত্রাদাকৃষ্য সারং যথা!
বৃন্দান্নারদতন্ত্রতোহি সকলং পদবন্ধভাষোদ্ভবাৎ,
জ্ঞাত্বা রাধাকুণ্ডজাংহি মহিমাং বক্ষে যথাধীস্তথা ॥৫॥

যদ্‌যোগীশৈশ্চিন্তিতংহৃদিসদা শাস্ত্রৌঘসম্পাদিতং,
যং বৈ পূর্ণংব্রহ্মবীজমখিলং কথ্যন্তি বেদান্তিনঃ।

যে কীর্ত্তিসাগরের বর্ণন কবিগণও করিতে পারেন নাই, কেবল স্নানমাত্রই করিয়াছেন, কুবুদ্ধি; নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অভিমানী হইয়া আমি কি প্রকারে তাঁহার বর্ণন করিব? তবে আপনার কৃপা যদি হয় তাহা হইলে কিছু বলিতে সমর্থ হইতে পারি ॥ ৩ ॥

কুসুমদ্বারা উত্তমরূপে গ্রথিত ও উত্তম গুণযুক্ত মাল্যও যদি ভগবৎ-সেবিত না হয়, তবে বৈষ্ণবগণ তাহার অণুমাত্রও আঘ্রাণ গ্রহণ করেন না। আবার সেই নিন্দিত মাল্যই যদি ভগবদ্‌গুণে রঞ্জিত হয়, তবে তাহা সর্ব্বদা সাধুগণের সেব্য হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্তেই আমি ভগবদ্-গুণ-বর্ণনে উৎসাহ সম্পন্ন, সুতরাং আমি মূঢ় হইলেও আমার বর্ণনা সেই ভগবদ্‌গুণ মাহাত্ম্যেই সুধীগণের সম্মত হইবে ॥ ৪ ।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড, তথা স্কন্দপুরাণ, তথা আদি বরাহপুরাণ, তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, তথা গৌতমীয় তন্ত্র, তথা ভাষা গ্রন্থ হইতে সার সার গ্রহণ করিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা বর্ণন করিতেছি ॥ ৫ ॥

যোগেশ্বরগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন, শাস্ত্রসমূহ

অষ্টাবিংশে দ্বাপরে স্বয়মসৌ পূর্ণোঽপিলীলায়িতুং
জাতঃ শ্রীশ্রীগোকুলেখলুহরিঃ শ্রীকৃষ্ণনামা বিভুঃ ॥৬॥

কংসোমাতুলমাথুরাধিপ ইতি ব্যোমস্থয়া কন্যয়া,
হন্তা তে হিতু গোকুলে স্বয়মজো জাতো জড় ! শ্রূয়তাম্ ॥
ইত্থং বৈবহুবোধিতস্তু চ রুষাবিষ্টোহি দৈত্যাসুরৈঃ,
সংমন্ত্র্যাথ দৃঢ়ং হি বৈরমনিশং গোপৈঃ সমাবর্দ্ধত ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বধার্থমেববহুশো যত্নানি সংকারয়ন্,
স্বত্ব্যোঘৈস্তু চ পূতনাভিরসৌ শক্তো ন তৎ সাধিতুম্।
চিন্তাগ্রস্ত মিমন্ত কৃষ্ণহননেঽরিষ্টাখ্যাদৈত্যো মহান্,
সঙ্কল্পং মূদতশ্চকার হননে যোগেশ্বরস্যাপ্যহো ॥৮॥

সংকল্প্যাথ দৃঢ়ং সএব সুরদ্বিট্ কংসদ্বিষং গোপজং
হন্তুং নীলবৃষস্য রূপমখিলং ঘোরং বিধৃত্যৈকদা।

যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকেন, বেদান্তিগণ যাঁহাকে এই সংসারের মূল কারণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ লীলার নিমিত্ত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরযুগে ব্রজমণ্ডলান্তর্গত গোকুল গ্রামে শ্রীকৃষ্ণনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

মথুরামণ্ডলাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস যে সময় শ্রীদেবকীর কন্যাকে বিনাশের অভিলাষে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় সেই কন্যা আকাশে গমন করিয়া কংসকে বলিয়াছিল— "ওরে মূর্খ! শ্রবণ কর্, তোর মৃত্যু স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া কংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া গোপগণের সহিত অহর্নিশ অত্যন্ত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংস পূতনা প্রভৃতি অসুরগণকে প্রেরণ করিয়াছিল এবং আরও অনেক প্রকার যত্ন করিয়াছিল কিন্তু স্বকার্য্য সিদ্ধ হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। সেই সময় কংসকে অতিশয় চিন্তান্বিত দেখিয়া অরিষ্ট নামে মহা বলিষ্ঠ দৈত্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবে বলিয়া কংসের নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৮ ॥

অরিষ্টাসুর দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া নিজ স্বামি কংস-বৈরি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

নন্দন্ ঘোরতরং হি মেঘস্বনবৎসর্ব্বং ব্রজং ত্রাসয়ন,
গোবৎসৈর্বিচরন্তমত্র সসখং কৃষ্ণং স্বপশ্যদ্রুষা ॥ ৯ ॥

হংহোঽয়ং হি সুনিশ্চয়ং মম রিপুস্তৃক্কস্তনন্দাত্মজঃ
আশ্চানেন হতং হি বান্ধবকুলং মৎকং দৃঢ়ং প্রেরিতম্
অত্যৈবেনমহং নিহত্য সসুখং কুর্ব্বে ক্রিয়াং সাম্পরাং
রাজ্ঞশ্চাভি মতস্ম চেতি সমধাবদ্ বৈ হি শৃঙ্গায়ুধঃ ॥ ১০ ॥

তমাপতন্তং তু মহাজবেন,
বিদ্রাবিতঞ্চাপি স্বগোকুলং হি।
নিরীক্ষ্য কর্ত্তব্যমিদং হি মে ইতি,
বিস্ফোট্য টালন্ত হরি র্হাতিষ্ঠৎ ॥ ১১ ॥

রুষাগতং তস্ম দৃঢ়ং হি শৃঙ্গয়োঃ,
প্রগৃহ্য গোপাঙ্গজ এব চাসুরং।
পশ্চাদপোবাহ পদানি কতাঃ,
পপাত ভূমাবসুরো ভৃশার্ত্তঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে নীলবর্ণ বৃষের রূপ ধারণ করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্ব ব্রজকে ভয় দেখাইতে দেখাইতে এই স্থানে গোপবালকষণের সহিত গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

"অহো! এই নন্দনন্দন যদি নিশ্চয়ই আমার শত্রু হয়, আর ইহাকে মারিবার নিমিত্ত কংসরাজ আমার যে বান্ধবকুল প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেই বান্ধবকুল যদি এই বালকই বধ করিয়া থাকে—আহা! তাহা হইলে এই কুলবৈরিকে অতি সহজেই বধ করিয়া ইহার রক্ত দ্বারা মৃত বান্ধবগণের তর্পণ করিব, কংসরাজেরও মনোরথ সফল হইবে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণকে মারিতে ধাবিত হইল ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি ধাবিত অরিষ্টাসুরকে দেখিয়া ও তৎকর্ত্তৃক গো সকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া—"অহো! এখন আমার ইহাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার চিন্তা করত অতি বেগে অসুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ১১ ॥

তৎপরে—ক্রোধপূর্ব্বক ধাবমান অরিষ্টাসুরের দুই শৃঙ্গ ধারণ করিয়া

উত্থায় ভূয়োঽপিতু রোষসত্বরো
হন্তুং হরিং ক্রোধকষায়লোচনঃ।
অন্বাদ্রবৎ তংতু পুনর্হ্যরিষ্টং
সমাসসাদাতি বলৌজসাহভিঃ ॥ ১৩ ॥

তৌমল্ললীলাভিরতৌ পরস্পরং, বিকর্ষিতৌ সিংহগজৌ যথামিথঃ
কৃষ্ণোঽভিশৃঙ্গং সহসাহি মুষ্টিনা, হসন্ ততাড়াভিবিলাস কৌশলঃ ॥১৪

হরে র্মুষ্টেঃ পাতাদস্ক বহুকৃচ্ছ্রান্মুখনসঃ,
বমন্ মুঞ্চন্ লেড্রং গিরিরিব পপাত ক্ষিতিতলে।
ব্যস্থো স্তদ্দেহোত্থং কিমপি সুখকান্তি স্তদবিশৎ,
অহো দুষ্টোঽপ্যাপ্তঃ সুরমুনি দুরাপাং গতিমিমাং ॥ ১৫ ॥

স্থিতঃ স্বর্গে দ্রষ্টং বৃষভহরিযুদ্ধং বহু মুদা,
সনাথ শ্চেদানীং অহমিতি গৃণন্ বৈবহুতরং।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পশ্চাদ্ভাগে ঠেলিয়া দিলেন, অসুরও কিছু হটিয়া গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল ॥ ১২ ॥

অরিষ্টাসুর ভূতলে পতিত হইয়াও পুনর্ব্বার অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও পুনর্ব্বার অরিষ্টাসুরের প্রতি অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক ধাবিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

সিংহ ও হস্তীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও অরিষ্টাসুর পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণ মুষ্টি দ্বারা অরিষ্টাসুরের শৃঙ্গে আঘাত করিলেন ॥ ১৪ ॥

ভগবানের মুষ্টির আঘাতে অরিষ্টাসুর মুখ নাসিকা দ্বারা রক্ত বমন করিতে করিতে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইল। সেই সময় তাহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণেতে লীন হইল। আহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সুরমুনিগণও যে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন নাই অরিষ্টাসুর অনায়াসেই তাহা পাইল ॥ ১৫ ॥

সে সময়ে উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে দেবগণ আকাশে আসিয়া যখন দেখিলেন যে, অসুর বধ হইল ; তখন সহর্ষে তাঁহারা বলিলেন যে,—"আজ আমরা সনাথ

অবাপ্তঃ সাযুজ্যং খলু হরিকৃপাতোঽস্থর অহো,
সুখং চক্রেবৃষ্টিং বিবিধসুমনোভিঃ সুরগণঃ ॥ ১৬ ॥

হতং বালেনৈব পৃথুলগিরিকায়ং তদসুরং,
নিরীক্ষন্তো বদ্ধা পৃথুকসখিগোপা বহুতরং।
বিসক্ষ্মশ্চাত্যন্তং তদনুকৃতলীলামনুবদন্.
সুসত্যং গর্গোক্তং ত্বিতি বিদিত মন্থেবখলুনঃ ॥ ১৭ ॥

হতোঽরিষ্টেঽরিষ্টে ব্রজনিবসকানাং ভগবতা,
পরং চিত্তে কৃষ্ণং বৃষভসমরূপং হতমিতি।
যশোদা রক্ষার্থং প্রিয়নিজসুতস্যৈব হি দদৌ,
শতং বৈ গোদানং সুবিপঠিতবিপ্রেভ্য স্তুতিমুদা ॥ ১৮ ॥

অথৈবং শ্রীকৃষ্ণো ব্রজসকলবিঘ্নান্ অপনয়ন্,
দদন্ প্রীতিং স্বীয়াং প্রণয়ঘনভাবৈ র্ব্রজকুলং।

হইলাম, অহো! আজ ভগবৎ কৃপায় অসুরও সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিল।" এই বলিয়া আনন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বালক হইয়াও পর্ব্বতসদৃশ অরিষ্টাসুরকে বধ করিলেন, ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ গোপগোপীগণ বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং পূতনা বধাদিলীলা স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীগর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সত্যই আমরা অনুভব করিতে পারিলাম" ॥ ১৭ ॥

ব্রজের অরিষ্টরূপ অরিষ্টাসুরকে যে সময় শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন, সে সময় সকল ব্রজবাসী প্রসন্ন হইলেন; এবং মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষার নিমিত্ত সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে শত গোদান করিলেন। কিন্তু ব্রজবাসিগণের চিত্তে এইটুকু কেবল আন্দোলন হইতে লাগিল—"কৃষ্ণ গোবেশধারি অরিষ্টাসুরকে কেন বধ করিলেন" ॥ ১৮ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সকল বিঘ্নই অপনয়ন করিয়া ব্রজবাসিগণকে অপার প্রীতিদান করিয়াছিলেন; কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার নিমিত্ত

অথৈকস্মিন্ কালে প্রণিতস্তুখরাসোম্মথহরিং
বভাষে শ্রীরাধা নহি নহি নহীদং স্মিতমুখী ॥ ১৯ ॥

গোবধস্য নিষ্কৃতি স্ত্রিলোকতীর্থ কোটিভিঃ,
বৈ ভবেৎতু মে শ্রুতং ধ্রুবং হি শাস্ত্রসঙ্গমে।
ভো হতস্ত্বয়াপিবৎস এব পশ্যতাং হি নঃ,
মাকুথাঃ স্পার্শনং মদীয়কন্যকাজনং ॥ ২০ ॥

মারিতো ন বৎস এব বৎসরূপধৃক্ প্রিয়ে!
মদ্বধার্থমীরিতো হ্যরিস্ট উগ্রসেনিনা।
দ্রাবিতঞ্চ গোকুলং ত্বানন তীক্ষ্ণশৃঙ্গিনা
আততায়িনো বধং সদৈব শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ২১ ॥

দৈত্য এষ এব যত্ননেন গোবপুর্ধৃতং
জ্ঞাত মেব তে পরং ন গোপবৃদ্ধবালকৈঃ।
বৃত্র এব যদ্যপি সমস্তলোক দ্রাবকঃ
ব্রহ্মহেতি দোষসম্পৃদ্ হি পাকশাসনিং ॥ ২২ ॥

প্রার্থনা করিলে শ্রীরাধিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"না—না—না ইহা হইবে না। ॥ ১৯ ॥

"যেহেতু আমি শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে ত্রিলোকগত সকল তীর্থে স্নান করিলে গোবধরূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আপনিও ত আমাদিগের সাক্ষাতে গোবধ (বৃষভাসুর) করিয়াছেন, অতএব আমার প্রিয় গোপীগণকে আপনি স্পর্শ করিবেন না" ॥ ২২ ॥

"হে প্রিয়ে! আমার বধের নিমিত্ত কংস প্রেরিত বৎসরূপধারী অরিষ্টাসুরকে আমি বধ করিয়াছি কিন্তু গো বৎস বধ করি নাই। এই অরিষ্টাসুর তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা সকল গোকুলদ্রাবিত করিয়াছিল—আর আততায়ীর বধ শাস্ত্রসম্মত ॥ ২১ ॥

"এই দৈত্য ছলপূর্ব্বক যে গোদেহ ধারণ করিয়াছিল তাহা তুমিই জান, অন্য কোন বালক বা গোপগোপী কেহ জানে না। বৃত্র অসুর হউক বা

কথাতোং প্রিয়ে ! যথা ভবেদতোহি নিষ্কৃতি,
নৈব শাস্ত্রহেলনং করোমি প্রাণসম্মতে !
ব্রাজকষ্টদো হি মেব মারিতো ময়াসুরঃ
নিশ্চিতং সদৈব ক্ষেম যেনবৈ ব্রজৌকসাং ॥ ২৩ ॥

অশ্বমেধ যাগতশ্চ তীর্থকোটিদর্শনাৎ
বিপ্রগোনিহন্তুরেব নিষ্কৃতীতি মে শ্রুতং ।
সাধ্যমেব যদ্দ্বয়োর্হি রোচতে সমানয়োঃ,
মার্জ্জিতং ভবেদতো হি সর্ব্বতোঽভিলাঞ্ছনং ॥ ২৪ ॥

স্বীকৃতং হি মে প্রিয়ে! যথাত্বয়াভিভাষিতঃ,
যাগতীর্থদর্শনং ব্রজং বিহায় দুষ্করং ।
তীর্থকোটি মাহ্বয়ামি চেৎ ত্বদীয়সম্মতং
তর্হি সৌখ্যদং ভবেদহি গোপ-গো-ব্রজৌকসাং ॥২৫॥

সমস্ত লোকদ্রাবকই হউক, ইন্দ্ররাজ যখন তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধিকার এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"প্রিয়ে ! বল কি করিলে এই পাতক হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইব আর শাস্ত্রহেলনও না হয়? ব্রজবাসিগণের কষ্ট নিবারণের জন্য আমি অসুর বধ করিয়াছি, কারণ তাহাদের কষ্ট কখনই আমি দেখিতে পারি না" ॥ ২৩ ॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন,—"গো এবং ব্রাহ্মণবধের পাতকী যে পুরুষ, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও কোটি তীর্থ দর্শন করিলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুটি উপায়ের মধ্যে যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা করিতে পার, তবে তোমার সমস্ত অপরাধ দূর হইবে ॥ ২৪ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—প্রিয়ে! তোমার কথিত সমস্ত বাক্যই আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া যাগ ও তীর্থ দর্শন করা আমার সম্বন্ধে দুষ্কর! অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে সকল তীর্থ এখানে আহ্বান করিয়া আনি, আর তাহা হইলে গোপ, ব্রজবাসী ও গোগণ সকলেরই আনন্দ হইবে ॥ ২৫ ॥

ভূতলে নদী নদা সরাংসি যানি সর্ব্বতঃ,
আহ্বয়স্ত তানিতু হরিষ্ট পাদখাতকে।
স্নানতো ভবিষ্যতীতি নিষ্কৃতি র্ধ্রুবংহিতে,
স্পৃষ্টু মেব নঃ সদা ত্বমর্হসি ত্বমর্হসি ॥ ২৬ ॥

ইত্থমেব জ্ঞাপিতোহি রাধয়া স্বয়ং হরিঃ,
তোষিতশ্চ দুশ্চরাঙ্ঘ্রি তীর্থকোটিসাধনাৎ।
পূরয়ামি বাঞ্ছিতং বিচারয়ন্ননেন বৈ,
তীর্থকোটিমাজুহাব সর্ব্বতো ভুবিস্থিতাং ॥ ২৭ ॥

ধ্যায়ন্ চিত্তেহিগঙ্গাং প্রথমমধরিতঃ পাদঘাতং চকার,
তোয়ং পাতালগঙ্গোদ্ভবমচিরমভূৎ পাদাঘাতাদ্ হরেবৈ।
দৃষ্ট্বা তত্তোয়শুদ্ধং কলিমলহরণং রাধিকাদ্যাঃ সুগোপ্যঃ,
চিত্রং কৃষ্ণে ত্বহোবৈ ত্বতিতরমধুরং ধন্যমুচুশ্চ ধন্যং ॥ ২৮ ॥

আজগ্মুস্তত্র সর্ব্বে নিজমনসিজ বাঞ্ছাপূর্ণবিশ্বস্তচিত্তাঃ,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণেন্দুসন্দর্শনরভসসমুৎফুল্ললোলেক্ষণানি।

শ্রীরাধিকা বলিলেন,—এই ভূতলে নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি যত তীর্থ আছেন, সে সকল তীর্থই অরিষ্টাসুর-পাদখনিত স্থানে আনয়ন করে তাহাতে স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার পাপ দূরে যাইবে ও তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে" ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে যখন এই প্রকার বলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও বিচার করিলেন যে, "আমার দর্শনের নিমিত্ত তীর্থগণও অনেকদিন হইতে তপস্যা করিতেছে ; এই ছলে তাহারাও আমার দর্শন পাইবে" এই প্রকার বিচার করিয়া পৃথিবীর যত তীর্থ সকলকেই ডাকিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

প্রথমেই শ্রীগঙ্গাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে পাদপ্রহার করিলেন। যেমন পাদপ্রহার করিলেন, তখন পাতাল হইতে গঙ্গাদেবীর সেই কলিমল-হরণ অতিশুদ্ধ জল নির্গত হইল। সেই গঙ্গাজল দেখিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বারম্বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানমাত্রই সমস্ত তীর্থ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ ও নিজ নিজ নাম

চূড়াপ্রত্যুপ্তভাস্বন্মণিরুচিরুচিরৈঃ শোভমানা শিরোভিঃ,
স্বাং স্বাভিখ্যাং গৃণন্ বৈ কৃতনিরতিশয়োপায়নাস্তীর্থরাজঃ ॥ ২৯ ॥

নির্ব্বিন্ধ্যাতাপি বেদস্মৃতিযমুনা গোমতী চন্দ্রভাগা
অন্ধঃ সিন্ধুঃ শতদ্রুস্ত্বকথিতমহিমা তাম্রপর্ণী সুসোমা
কাবেরী নর্ম্মদাখ্যা শুচিজলসরযূ গৌতমী তুঙ্গভদ্রা,
বিশ্বাসিক্নী ত্রিসামা সুরপুরশুচিদা কৌশিকী কৃষ্ণবেণ্যা ॥ ৩০ ॥

চন্দ্রা রেবাবিতস্তা সুরমুনিসুখদা শোণচর্ম্মন্বতী বৈ,
মন্দাকিন্যা বটোদা প্রথিতসুসুরসা চন্দ্রবাসা চ ফল্গু।
বেণী গোদাবরী বৈ প্রথিতসুমহিমা গণ্ডকী শার্করাখ্যা,
বৈহায়াসী পয়োষ্ণী কলিমলহরিণী ভীমরথ্যর্ষিকুল্যা ॥ ৩১ ॥

সরস্বতী কৃতমালা মহানদ্যঃ সহস্রশঃ।
আয়াতাশ্চ নদাঃ সর্ব্বে হর্ষ্যাৎকৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ ॥ ৩২ ॥

ক্ষারাব্ধ্যাদি সমুদ্রাশ্চ সপ্তৈব পুষ্করং তথা।
প্রভাসশ্চ প্রয়াগাদ্যা আহূতাস্তীর্থকোটিশঃ ॥ ৩৩ ॥

গ্রহণ পূর্ব্বক উপায়ন লইয়া তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তীর্থ সকল "আমাদের মনোরথ আজ পূর্ণ হইল" এই ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

তীর্থ সকলের নাম যথা—নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপি, বেদস্মৃতি, যমুনা, গোমতী; চন্দ্রভাগা, অন্ধঃ, সিন্ধুঃ তাম্রপর্ণী, মহিমান্বিতা, সুসোমা, কাবেরী, নর্ম্মদা, পবিত্রজলা সরযূ, গৌমতী, তুঙ্গভদ্রা, বিশ্বা, অসিক্নী, ত্রিসামা, লোকপবিত্রকারিণী কৌশিকী, কৃষ্ণবেণ্যা ॥ ৩০ ॥

চন্দ্রা, রেবা, বিতস্তা, সুরমুনিসুখদায়িনী—শোণ, চর্ম্মন্বীত, মন্দাকিনী, অবটোদা, প্রসিদ্ধ সুরমা, চন্দ্রবাসা, ফল্গু, বেণী, গোদাবরী, অপারমহিমান্বিতা গণ্ডকী, শর্করা, বৈহায়াসী, পয়োষ্ণী, কলিমলনাশিনী, ভীমরথী, ঋষিকুল্যা ॥৩১॥

সরস্বতী, কৃতমালা ইত্যাদি সহস্র সহস্র মহানদী ও নদ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত আনন্দিত হইয়া আসিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

লবণ সমুদ্রাদি সপ্তসমুদ্র, পুষ্কর, প্রভাস ও প্রয়াগাদি কোটি কোটি তীর্থ আসিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

আয়তানাং সমন্তাৎ জয় জয় বদতাং মূর্ত্তিমত্তীর্থরাজম্
এষোহং সিন্ধুশোনস্থিতি বিবিধমুদাধ্বানিতং স্বর্গলোকং।
ক্লেদং কোলাহলং বৈ রভসতয়া দ্রষ্টুমেবামরাস্তু,
আরুহ্যারুহ্য যানেম্বিতিশয়কুতুকেনাস্থিতা স্বর্গবীথীং ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মেশেন্দ্রাগ্নিদেবাঃ পিতৃগণমনবশ্চারণা অপ্সরাশ্চ,
সিদ্ধা বিদ্যাধরা বৈ কুতুকপরবশাঃ কিন্নরা লোকপালা
গন্ধর্ব্বা নাগকোট্যস্ত্বগণিতগণশঃ কোটিকোট্যাবিতালাঃ।
নির্ব্ব্যাজ্যোৎসুক্যসজ্জীকৃতনিরতিশয়োপায়না দেবরাজঃ ॥ ৩৫ ॥

মূর্দ্ধ্না স্পৃশন্ ভগবতশ্চরণোপধানম্
নত্বা স্তবন্ পরিচয়ন্ নিজনামধেয়ৈঃ।
কথ্যন্ত এব নিজনামপ্রশংসকান্তে,
সর্ব্বে হি সাঞ্জলিপুটা কুলতীর্থরাজঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রয়াগ উবাচ—

ধ্যায়ন্তি সুরমুনিবরা দ্রষ্টুং হি নিত্যং,
মামেব স্নাতু মণিশঞ্চ যতন্তি দেবাঃ।

তীর্থ সকল আসিয়া জয় জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ নাম ও স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন যথা—"আমি সিন্ধু, আমি শোণ, আমি প্রয়াগ, আমি প্রভাস" ইত্যাদি অসংখ্য তীর্থের ধ্বনি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। সেই ধ্বনি শুনিয়া তখন দেবতাগণ "এই কোলাহল কোথায় হইতেছে?" এই প্রকার বলিতে বলিতে অতিশয় কৌতুহল পূর্ব্বক স্বস্ব বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মা, ঈশ (মহাদেব) ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃগণ, মনুগণ, চারণগণ, অপ্সরাগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, অতি কৌতুহলান্বিত কিন্নরগণ, লোকপাল, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বৈতাল প্রভৃতি কোটি কোটি দেবতাগণ অতি আনন্দপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তীর্থ সকল নিজ নিজ মস্তক শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে ধারণ করিয়া এবং আপন আপন নামধামের পরিচয় প্রদান করিয়া আপন আপন ভাগ্য প্রশংসা-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রয়াগ বলিলেন, আপনার চরণারবিন্দের কৃপায় সুর-নর-মুনিগণ আমার

এষা কৃপা হি ভবতস্ত্বিতি গোপসূনোঃ
সংদর্শিতস্তপদকঞ্জমিমং নতোহস্মি ॥ ৩৭ ॥

পুষ্কর উবাচ—

ব্রজং স্থানমিদং হি সাধনশতৈর্দ্দৃশ্যমেবামরৈঃ,
ভাগ্যে নোহপি চ দর্শনং হি ঘটিতং তদ্‌বঃ কৃপাতঃ পরং।
কুর্ব্বন্তং হি তু বৈরমেব সুদৃঢ়ং দ্রষ্টুং ত্বরিষ্টাসুরং
দত্তা মুক্তিরলৌককী তু ভবতা বন্দে কৃপালুং হরিং ॥ ৩৮ ॥

নদা উচুঃ—

নিত্যং বৈ তু বয়ং প্রভো! তব পদাব্জং দ্রষ্টমেবোৎসুকাঃ।
ধ্যায়ন্তো হ্যনিশং বিভো! ত্বয়ি ধৃতাশা এব ভক্তেস্পুদে।
দুঃসাধ্যং যদিদং তু সাধনশতৈস্তন্নো যথাদর্শিতং,
এষা বৈভবতঃ কৃপা সমুদিতা ধ্যায়েম চৈতৎ পদম্॥ ৩৯ ॥

সরস উচুঃ—

সরসো বয়ন্তু ভবতাদ্যকৃতা হি সরসঃ
সুখদর্শিন্তু পদকঞ্জমিদং হি সকলম্।

দর্শনের নিমিত্ত আমার প্রবাহে স্নান করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, সেই চরণারবিন্দের দর্শন আজ আমার ভাগ্যে হইল। ঐ চরণারবিন্দে আমি প্রণত হইলাম ॥ ৩৭ ॥

পুষ্কর বলিলেন,—"যে ব্রজধামের দর্শনের নিমিত্ত দেবতাগণ শত শত সাধন করিয়াও দর্শন করিতে পান নাই, একমাত্র আপনার কৃপাবলেই সেই ব্রজধামের আজ দর্শন পাইলাম— আর দুষ্ট অরিষ্টাসুর আপনার সহিত শত্রুতা করিলেও আপনি অলৌকিকী মুক্তি তাহাকে দান করিলেন। হে ভগবন্ দয়াময়! আপনাকে প্রণাম করি" ॥ ৩৮ ॥

নদগণ বলিলেন—"হে প্রভো! আপনার চরণারবিন্দ দর্শনের নিমিত্ত আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলাম, আর ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারি আপনাতে অহর্নিশি আশা ধারণ করিয়া আপনার ধ্যান করিতেছিলাম, আর আপনার যে চরণ দর্শন শত শত সাধনে ও লাভ করা যায় না—সেই চরণযুগল আজ আপনার কৃপাতেই দেখিলাম, আপনার সেই চরণযুগল সর্ব্বদা আমরা ধ্যান করি ॥ ৩৯ ॥

সরোবরগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্! আজ আমাদের নামের সার্থক

ভগবন্ কৃপাং তু কুরু নো হি যথাহি সততং,
সুরতিস্তবৈব চরণাব্জবরে তু বিমলা ॥ ৪০ ॥

নদ্যং উচুঃ –

দেশাধমেষু বয়মেব সদা বহামঃ,
ত্বয্যেব নিত্যমখিলা ধৃতচিত্তধর্ম্মাঃ।
দৃষ্ট্যাত্বদর্শিতমহোমিষবার্ষভেণ
কারুণ্যয়া হি ভবতা পদমার্ত্তবন্ধোঃ ॥ ৪১ ॥

এবং যোগেশ্বরং কৃষ্ণং যশোদায়াস্তনন্ধয়ং।
স্বস্বনামবিভেদেন চাস্তবন্ তীর্থকোটিশঃ ॥ ৪২ ॥

নিন্দন্তঃ পক্ষ্মনীচাক্ষ্ণোঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহং।
নিরীক্ষন্তো ন তত্বপুঃ প্রোচুঃ প্রেম্না সুসজ্জশঃ ॥ ৪৩ ॥

আহূতা ভবতা গতা বয়মিমে সর্ব্বে হি তীর্থাভিধা,
যাবন্তো ভুবি সংস্থিতা লঘুবরা অগ্রে স্থিতা পশ্যতাং।

হইল. আপনার দর্শন ভিন্ন আমরা বিরস ছিলাম, আজ আপনার চরণারবিন্দ দর্শনে সরস হইলাম। আর আমাদের প্রতি এই করুণা করুন্ যেন আপনার চরণারবিন্দে নিরন্তর ভক্তি থাকে ॥ ৪০ ॥

নদীগণ বলিলেন,—"হে দীনবন্ধো! দিবানিশি আমরা আপনার ধ্যান করিতে করিতে আপনার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি! তাহা হইলেও নিরন্তরই আমরা ম্লেচ্ছাদিদেশে প্রবাহিত হইয়া থাকি; আজ আমাদিগের বড়ই ভাগ্য যে তীর্থ আনয়নচ্ছলে আপনার চরণ দর্শন করাইলেন ॥ ৪১ ॥

যশোদানন্দন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে নিজ নিজ নামকীর্ত্তন পূর্ব্বক তীর্থ সকল স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ না করিয়া তীর্থ সকল নয়নের পলককে নিন্দা করিয়া প্রেমপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৪৩ ॥

"হে স্বামিন্! আপনা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমরা এই পৃথিবীতলস্থ সকল তীর্থই (ছোট ও বড়) আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি ও (আপনার শরণা-

কায়স্থাশরণা গতা হি কৃপয়া স্বামিন্ কৃতার্থীকৃতা,
কাঙ্ক্ষন্তো হি নিদেশমেব ভবতশ্চাজ্ঞা কৃপা দিশ্যতাং ॥৪৪॥

ইত্যেবং বহুবোধিতোপি মুদতস্তীর্থাভিসঙ্ঘৈঃ স্বয়ং,
তুষ্টো গোকুলরাজ এব তু হরিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্ময়ম্।
শ্রীরাধাকৃতকৌতুকং সুখপ্রদং তীর্থাভিসঙ্ঘং কথন্
সস্নেহান্বিতদৃষ্টিতস্তু স্নপয়ন্ প্রোবাচ সম্যক্ যথা ॥৪৫॥

সাফল্যং ভবতাং তপঃকৃতমিদং শ্রীরাধয়ারাধ্যয়া
অস্যা বাক্য নিয়ন্ত্রিতেন হি ময়াহূতাস্ত্বরিষ্টে হতে।
যূয়ং তোয়স্বরূপতো হি নিখিলা স্তিষ্ঠন্তু পাদোদকে
স্নাত্বাত্রৈব যথাপমার্জ্জিতমহং স্যাং গোবধাদ্ অদ্যবৈ ॥৪৬॥

ইতি ভগবদাদেশং শ্রুত্বাতীর্থাভিধাস্ততঃ।
জলরূপেণ পাদোদে সর্ব্বে তত্রৈব সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

যোগেশ্বরোঽপিবিশ্বাত্মা নরলোকং বিড়ম্বয়ন্।
কুর্ব্বন্ প্রিয়াপ্রিয়ং প্রেম্না মুদাচাত্র মমজ্জহ ॥ ৪৮ ॥

গত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এখন আপনার আদেশ প্রার্থনা করিতেছি — কৃপা পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন্ আমরা কি আদেশ প্রতিপালন করিব ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার তীর্থগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গোকুলরাজ শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে এবং সস্নেহান্বিত দৃষ্টি দ্বার স্নান করাইতে করাইতে সুখপ্রদ শ্রীরাধাকৃত কৌতুহল বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তীর্থ সকলকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥

"শ্রীরাধিকার কৃপাতেই তোমাদের এখানে আগমন হইয়াছে। বৃষরূপধারী আরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া ইহার বাক্যাবদ্ধ হইয়াই আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। কারণ সকল তীর্থে স্নান করিয়া গো-বধরূপ পাপ হইতে অদ্য মুক্ত হইব, জলরূপে তোমরা অবস্থান কর" ॥ ৪৬ ॥

এই প্রকার শ্রীভগবানের আদেশ শ্রবণ করিয়া তীর্থ সকল শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী যোগেশ্বর ভগবানও নরলোকের অনুকরণ পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার প্রীতিসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রেমেতে স্নান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

তদা দুন্দুভয়োর্নেদু দেবানামনুপশ্যতাং।
জহৃষুর্নর্ম্মরাধাদ্যা দৃষ্টোন্মজ্জন্তমীশ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

শুদ্ধো ভবং নবা ব্রূহি মানিনি প্রাণসম্মতে !
ইত্যুক্ত্বা সপ্তবারন্তু নির্ম্মমজ্জ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বং নর্ম্মপ্রলাপেন শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্মিথঃ .
কার্ত্তিকস্যাসিতাষ্টম্যাং নিশার্দ্ধং সমপদ্যত ॥ ৫১ ॥

সর্ব্ববাঞ্ছিতদঞ্চাপি স্বীয়কুণ্ডং ত্যহো সুখং।
শ্রীরাধায়া বিনা নৈব রোচতে হি যথা মম ॥ ৫২ ॥

ইত্যেব বৈতু ভগবান্ প্রজগল্ভ রাধা,
শুদ্ধং সরো হ্যকরবং স্থিতসর্ব্বতীর্থং
যুস্মাভিরেব মদনপায়িতয়া সমীপে,
কার্য্যং সরোঽতিরমণং জলকেলিকর্ত্তুম্ ॥ ৫৩ ॥

দেবগণ যে সময় এই লীলা দেখিতেছিলেন, দুন্দুভি সকল আপনাআপনিই বাজিতে লাগিল। শ্রীরাধাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিতেছেন দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"প্রাণপ্রিয়ে! মানিনি! বল আমি এখন শুদ্ধ হইয়াছি কিনা? যদি না হইয়া থাকি তবে আবার স্নান করি" এই বলিয়া পুনরায় সাতবার স্নান করিলেন ॥ ৫০ ॥

এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্ম্ম কথায় কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রি হইয়া গেল ॥৫১॥

সেই সময় সর্ব্বমনোরথপূর্ণকারি নিজকুণ্ড—শ্রীশ্যামকুণ্ডকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"তুমি ভিন্ন আমার কুণ্ডের কখনই শোভা হয় না, কারণ আমি একা থাকিতে ভালবাসি না ॥ ৫২ ॥

"আর আমি সকল তীর্থ আনাইয়া পবিত্র সরোবর (কুণ্ড) নির্ম্মাণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার কুণ্ডের কোন শোভা নাই বলিয়া মনে

রাধাপি তদ্ভগবতোক্তমতীব যুক্তং,
শ্রুত্বেরিতাভিরসিতো খনিতং তয়ৈব।
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিম দিশ্যমন্দো
গর্ত্তঃ কৃতো বৃষভদৈত্যখুরাঙ্কিতেষু ॥ ৫৪ ॥

তস্মাত্তু মৃন্মৃদুল গোলতরং যথাবৎ
হস্তোদ্ধৃতং ত্বনতিদূরগতং বিধায়।
দিব্যং সরঃ সুখনিতং ঘটিকাদ্বয়েন,
বিস্তীর্ণমেবতু চতুর্ভুজরূপকং তু ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্ট্বা হরিস্তু সরসং বিততং সুরম্যং,
মৃৎকুণ্ডতঃ সুললিতৈঃ পরিপূরয়ৈতৎ।
প্রোচে তদাহ বৃষভানুসুতাপি নৈবং;
কুণ্ডস্য নীরমুরুগোবধপাতকাক্তং ॥ ৫৬ ॥

হয়—যেমন তোমার ও আমার নাম যুগল, এই প্রকারই আমার কুণ্ডের নিকটে জলক্রীড়ার জন্য তুমিও এক কুণ্ড নির্ম্মাণ কর" ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অতি উত্তম ও যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণকে বলিলে সখীগণও শ্রীরাধিকার আজ্ঞানুসারে শ্রীশ্যামকুণ্ডের নিকট পশ্চিমদিকে অরিষ্টাসুরের পদচিহ্নে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

কুণ্ড খনন করিতে যে মৃত্তিকা বাহির হইল সেই সব মৃত্তিকা গোলাকার (পিণ্ড) করিয়া অতি নিকটে নিক্ষেপ করতঃ ঘটিকাদ্বয়ের মধ্যেই গোপীগণ চতুষ্কোণ মনোহর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

সুরম্য ও বিস্তৃত কুণ্ড অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—"অতি মনোহর কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে জল উত্থিত হয় নাই; অতএব আমার কুণ্ড হইতে জল লইয়া এই কুণ্ড পরিপূর্ণ কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন, "আপনার স্নানেতে এই কুণ্ডের জলও গোবধ পাতকযুক্ত হইয়াছে" ॥ ৫৬ ॥

আহৃত্য পুণ্যসলিলং শতকোটি কুম্ভৈঃ,
সখ্যর্ব্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ।
এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপূরয়ামি,
চানেন কীর্ত্তিমতুলাং তনবানি লোকে ॥ ৫৭ ॥

গৃহ্ণামি নৈব তবকুণ্ডজলস্তু শ্রুত্বা,
জ্ঞাত্বৈব হার্দ্দমখিলং শ্রীরাধিকায়াঃ।
কৃষ্ণোঽবদ্ধি বিহসন্ খলু তীর্থসঙ্ঘং
কায়স্থয়েদমপি কুণ্ডমবাশ্রিতব্যম্ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থ,
সঙ্ঘস্তদীয় সবসোধৃতদিব্য মুর্ত্তি,
তূষ্ট্যব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য,
ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রবদশ্রুধারঃ ৫৯ ॥

শ্রীরাধা আরও বলিলেন, "আমি, আমার এই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গোপী সঙ্গে শ্রীমানসী গঙ্গা হইতে কলসীপূর্ণ করিয়া জল আনিয়া নিজ কুণ্ড পরিপূর্ণ করিব, কিন্তু আপনার কুণ্ডের জল লইব না, ইহাতে আমার কীর্ত্তি জগতে অতুলনীয়া হইবে" ॥ ৫৭ ॥

যখন শ্রীরাধিকা বলিলেন,—"আপনার কুণ্ডের জল গ্রহণ করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ তখন এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকার মনোগত সরলভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন—"আমার কুণ্ডের সকল তীর্থই শ্রীরাধা আপনার কুণ্ডমধ্যে লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব হে তীর্থগণ! আমার কুণ্ড মধ্যে তোমরা যে প্রকারে আসিয়াছ, ইঁহার কুণ্ড মধ্যেও সেই প্রকার তোমরা গমন কর ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কথা শুনিয়া সকল তীর্থগণই দিব্যমূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশ্যামকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুজলবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধিকার চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

যং ব্রহ্মাদিকদেবতা হি সততং তম্বন্তি দিব্যৈস্তবৈঃ,
ধ্যানেন হ্যনিশং যতন্তি মুনয়ো যদ্দৃষ্টুমেবেশ্বরং।
দুষ্প্রাপ্যং তপসা সএব কৃষ্ণো যোগেশ্বরস্তে মুদা
নিত্যং হর্ষসমন্বিতাননমসৌ দ্রষ্টুং সদৈবোন্মুখঃ॥ ৬০ ॥

দেবি! ত্বদীয়মহিমানমবৈতি সর্ব্ব,—
শাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধির্নহরোনলক্ষ্মীঃ।
কিন্ত্বেক এব পরমার্থ শিরোমণিস্তৎ—
প্রস্বেদ মার্জ্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ॥ ৬১ ॥

যশ্চারুযাবকরসেন ভবৎ পদাব্জ।
মারজ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যম্!
প্রাপ্য ত্বদীয় নয়নাব্জনট প্রসাদং,
স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্॥ ৬২ ॥

তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসা বয়মাগতাঃ স্ম,
তৎপার্ষ্ণিঘাত কৃত কুণ্ডবরে বসাম।

যথা—"হে দেবি! যে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি দেবতাগণ অহনিশ করিয়া থাকেন, আর মুনিগণ যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যত্ন করিয়া থাকেন; আর তপস্যার দ্বারাও যিনি দুষ্প্রাপ্য—সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রসন্নমুখারবিন্দ দর্শনে সর্ব্বদা উন্মুখ, (অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত) অতএব হে দেবি! আপনার অগাধ মহিমা"॥ ৬০ ॥

"হে দেবি! সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বিধি আপনার মহিমা জানেন না, মহাদেব এবং লক্ষ্মীও আপনার মহিমা জানেন না, জানেন কেবল একমাত্র সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি আপনার প্রস্বেদমার্জ্জনপর "শ্রীকৃষ্ণ"॥ ৬১ ॥

"যে শ্রীকৃষ্ণ আপনার চরণ-কমল-নূপুর-রঞ্জিত করিয়া, আপনার নয়নকমল কটাক্ষের প্রসন্নতা লাভে নিজেকে ধন্যতম মনে করেন॥ ৬২ ॥

"সেই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই আমরা সকলে তাঁহার চরণাঘাতকৃত কুণ্ডে নিবাস করিতেছি। হে দেবি! আপনি প্রসন্না হউন, আমাদের প্রতি

ত্বং বৈ প্রসাদ কুরু নোহি কৃপাকটাক্ষং,
তর্হ্যেব তর্ষবিটপী ফলিতো ভবেদ্ বৈ ॥ ৬৩ ॥

শ্রুত্বা স্তুতিং সকলতীর্থগণৈঃ কৃতাংসা,
প্রাহস্ম তর্ষমখিলং প্রবিচার্য্য রাধা।
প্রাগত্য মেঽত্রসরসি সফলা ভবন্ত-
শ্চেত্তর্হি সম্মতিরিহাপি সখীর্বিপৃচ্ছে ॥ ৬৪ ॥

গোপীগণৈরপি যথেষ্ট সুদত্তহার্দ্দা,
বাঞ্ছাং সুখেন পরিপূরয়তীবতেষাং।
প্রোবাচ কান্তবদনাব্জ ধৃতাক্ষিকোনা,
আগচ্ছতেহ বৃষভানুসুতাস্মিতা স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

প্রাপ্য প্রসাদমথতে বৃষভানুজায়াঃ,
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগত তীর্থবরাঃ প্রসহ্য।
ভিত্ত্বৈব ভিত্তিমতিবেগতরেব রাধা —
কুণ্ডং ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব ॥ ৬৬ ॥

কৃপাকটাক্ষপাত করুন্,, তাহা হইলেই আমাদের মনোরথরূপ মহাবৃক্ষ ফলিত হইবে" ॥ ৬৩ ॥

তীর্থগণকৃত এই প্রকার স্তুতি শুনিয়া এবং তাঁহাদের প্রেমোৎকণ্ঠা দেখিয়া শ্রীরাধিকা তীর্থগণকে বলিলেন—"যদি আমার কুণ্ডে আসিলেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়, তবে তোমরা সকলেই আমার কুণ্ডে আইস ; কিন্তু আমি আমার সখীগণকে এ বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করি" ॥ ৬৪ ॥

এই প্রকার তীর্থগণকে বলিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও স্বীকার করাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ নয়ন কমল নিজ নয়ন কোণে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন—"হে তীর্থসকল ! তোমরা আমার কুণ্ডে আইস" ॥৬৫॥

এই প্রকারে শ্রীরাধিকার প্রসন্নতা লাভ করিয়া সকল তীর্থই জলরূপ ধারণ করিয়া—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থানস্থিত ভিত্তীকে ভগ্ন করিতে করিতে অতি বেগের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৬৬ ॥

গোপ্যোঽপি কুণ্ডযুগলং সুপরিষ্কৃতং তৎ
তীর্থোদ্ভবাপ পরিপূরিতমেব সম্যক্ ॥
আলোকামোদ ভরিতা সকলা সুহর্ষাৎ,
ধন্যং সুধন্যমতি চাতিশয়ং সুখোচুঃ ॥ ৬৭ ॥

তাভিশ্চ কৃষ্ণকথনানুগতাভিরেব,
শ্রীশ্যামকুণ্ড নিকটে ললিতাদিভিস্তু ।
অষ্টাভিরেব খনিতং তু সরসশ্চ বিপুলং,
দৃষ্ট্বা হরিঃ সুখকরং স্ময়তেস্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৬৮ ॥

নিষ্কিল্বিষোঽসি বহুনর্ম্মতয়া হি রাধা,
প্রেম্না করং সমবগৃহ্য সুনন্দসূনো ! ।
স্নাতা সখীভিরভিতো খলু চাষ্টমীতঃ,
চন্দ্রোদয়ে হি নিশি কার্ত্তিক-কৃষ্ণপক্ষে ॥ ৬৯ ॥

সখ্যোঽপি তত্র কৃত সম্মতয়ঃ সুখাব্ধৌ,
মগ্না বিরেজু রখিলা শুচিকুণ্ডযুগ্মে ।

গোপীগণ দুই কুণ্ড নির্ম্মলজলে পরিপূরিত দেখিয়া ও সকল তীর্থ প্রবেশ করিলেন ভাবিয়া অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার ধন্যবাদ দিতে দিতে আনন্দিতা হইলেন ॥ ৬৭ ॥

যে সময় শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ড নির্ম্মিত হইল সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদি অষ্টসখিগণকে বলিলেন,—তোমরাও নিজ নিজ নামে অষ্টকুণ্ড নির্ম্মাণ কর।" এই কথা শুনিয়া ললিতাদি অষ্টসখীগণ শ্রীশ্যামকুণ্ড নিকটে অষ্টকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন ; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তখন শ্রীরাধিকা পরিহাসপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন.- প্রিয়তম ! আপনি ত শুদ্ধ হইয়াছেন, আসুন একবার একসঙ্গে স্নান করি।" এই বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিয়া সর্ব্ব গোপীগণের সহিত শ্রীরাধিকা কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীর দিনে অর্দ্ধরাত্রিকালে চন্দ্রোদয় হইলে স্নান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

সেইসময় গোপীগণ সম্মতি প্রদান করিয়া সুখসাগরে মগ্ন হইলেন ও দুই কুণ্ডে স্নান করিয়া অতিশয় সুশোভিত হইলেন। আর দেবগণ আকাশ-

দেবাশ্চ হর্ষভরিতাঃ কুসুমানি ফেলুঃ,
যে দ্রষ্টুমেব মখিলাঃ খলু আস্থিতাঃ খে ॥ ৭০ ॥

কুণ্ডদ্বয়ে তু বহুমোদভরেণ তৌদ্বৌ,
সংখ্যাণতৈঃ স্বসখিভিঃ পরিষিচ্যমানৈঃ ।
বিক্রীড্য বৈ বহুচিরং দ্বয়কুণ্ডমধ্যে,
তৎ সঙ্গমেতু পরিধায় বিচিত্রবেশৌ ॥ ৭১ ॥

সিংহাসনোপরিগতৌ হি তমালমূলে,
কুণ্ডদ্বয়ং তু মুখতো হি সুশংসয়ন্তৌ ।
দৃষ্ট্বা শিবঃ পরমভক্তশিরোমণির্যো
দূরস্থ এব সকলং সমপশ্য দেব ॥ ৭২ ॥

প্রেম্নাপ্লুতঃ সমবলোক্য রহস্যমেতৎ,
ধন্যঞ্চ কুণ্ডমিদমেব প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ ।
শ্রীকৃষ্ণমেব বৃষভানু জয়া সমেতং,
সাষ্টাঙ্গতো ভুবিনিপত্য নমাম সদ্যঃ ॥ ৭৩ ॥

মার্গে আসিয়া এই লীলা দর্শন করিয়া চকিত হইয়া আনন্দভরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অত্যন্ত আনন্দভরে অসংখ্য গোপীগণের সহিত বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া কুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গমের উপরিস্থলে আসিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন,সখীগণও বস্ত্র পরিধান করিলেন ॥৭১॥

কুণ্ডদ্বয় সঙ্গমোপরি তমাল বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যে সময় কুণ্ডদ্বয়ের প্রশংসা করিতেছিলেন সেই সময় পরম ভক্ত-শিরোমণি শ্রীমহাদেব দূর হইতে সেই সকল লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীমহাদেব শ্রীরাধিকার প্রিয়কুণ্ড ও লীলা অবলোকন করিয়া এবং শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ প্রেমাপ্লুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ॥ ৭৩ ॥

তন্মূর্ত্তি যুগ্ম সুখসাগর সংহুতোঽসৌ,
শ্রীরাধিকা ব্রজপতেশ্চরণাবলুণ্ঠন্।
প্রেমাশ্রুপূরিত অহো সুবিমৃজ্যনেত্রে,
তুষ্টাব গদগদবচস্তু পুনঃ প্রণম্য ॥ ৭৪ ॥

ধ্যাতং হিনো বহুতরং ভবতোহি রূপং,
শাস্ত্রে চতুর্ভুজ মথাষ্টভুজাদিকঞ্চ।
এতত্ত্বলৌকিকমহো ভবতঃ কৃপাতঃ,
দৃষ্টং প্রভো! যুগলমূর্ত্তিমিমং স্মরামঃ ॥ ৭৫ ॥

জ্ঞানে সদৈব খলু! যেতু পরিশ্রমাক্তা,
এতৎ সুখাপরিচিতা ভ্রমিতা বৃথৈব।
আশাস্মহে বয়মহো শরণাগতানাং,
ভক্তির্যথা যুগলমূর্ত্তিবরে হি নঃ স্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

সদাপ্রাপ্যং রূপং সুরমুনিগণৈঃ সাধনশতৈঃ,
কথং ভক্তানাং শং ভবন্তি হি তু মদ্দর্শনমৃতে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুখসাগরে মগ্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইয়া প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ নেত্রদ্বয়কে মার্জ্জনা করিতে করিতে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া গদগদ কণ্ঠে স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

হে প্রভো! শাস্ত্রে আপনার চতুর্ভুজ অষ্টভুজাদি বহুতর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই অলৌকিক যুগল মূর্ত্তির দর্শন একমাত্র আপনার কৃপাতেই হইল। এই যুগল রূপ আমি স্মরণ করিতেছি ॥ ৭৫ ॥

"এই যুগলমূর্ত্তির দর্শন না করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানে মগ্ন থাকে, তাহাদের পরিশ্রমই বৃথা এবং তাহারা কেবল ভ্রমেই পতিত হইয়া থাকে। যাহা হউক—আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার শরণাগত, আমাদের এই (দৃশ্যমান) যুগলমূর্ত্তিতে সতত ভক্তি হউক" ॥ ৭৬ ॥

"সুরমুনিগণ শত শত সাধনার দ্বারা যে রূপ দর্শন করিতে পান না, এবং আমার দর্শন ভিন্ন ভক্তগণের হৃদয়ে কখনই আনন্দ হয় না"। হে প্রভো!

ইতীদং কুণ্ডং যো ব্যরচয়দহো কর্ষভমিষাৎ,
নমাম ত্বাং নিত্যং ত্বদনু শুচিকুণ্ডং বয়মিমং ॥ ৭৭ ॥

দৃষ্ট্বা সারাযুগমিমং বহুশোভমানং,
প্রেমপ্রদং বহুসুখেন দৃঢ়ং হি বদ্ধঃ।
নিত্যং যথা দর্শনমস্তু ভবেৎ প্রভোনঃ।
নৌমি তথৈব ভবতাহি কৃপা বিধেয়া ॥ ৭৮ ॥

এবং হি বহুধাস্তত্বা শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডয়োঃ।
মধ্যস্থং সপ্রিয়া কৃষ্ণং বিররামাশ্রুলোচনঃ ॥ ৭৯ ॥

ইত্থং বহুস্তবন্তং তু শিবং কৈলাসবাসিনং।
শ্রীনন্দনন্দনঃ প্রাহ স্মরমানমুখাম্বুজঃ ॥ ৮০ ॥

ত্বন্তু প্রাণসমঃ প্রেষ্ঠো মদীয়ঃ সর্ব্বদৈব হি।
বিসৃজামি নবৈজাতু লীলাভিজ্ঞং যথার্থতঃ ॥ ৮১ ॥

মনে মনে এই বিচার করিয়া ছলপূর্ব্বক আপনি যে স্বপ্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধিকার প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই পবিত্র কুণ্ডদ্বয়কে আমরা নিত্যই নমস্কার করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

"বহুশোভমান ও ভক্তিপ্রদ, এই কুণ্ডদ্বয় দেখিয়া আমার হৃদয় সুখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে প্রভো! এখন এই কৃপা করুন, যাহাতে নিত্যই আপনাদের লীলা ও কুণ্ডদ্বয় দেখিতে পারি" ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গম স্থলে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে ও গদগদ কণ্ঠ হইয়া মহাদেব স্তুতি হইতে বিরত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকার কৈলাসবাসি শ্রীমহাদেবকে স্তুতি করিতে দেখিয়া, ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ৮০ ॥

"হে মহাদেব! তুমি আমার প্রাণপ্রিয়তম, আর মদীয় লীলাভিজ্ঞ তোমাকে কখনই আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না ॥ ৮১ ॥

শ্রীপ্রিয়ায়া হি সরসস্তট দক্ষিণ সন্নিধৌ।
যথেষ্ট নিস্টন্তু নিত্যং শ্রীরাধায়াশ্চ সম্মতিঃ ॥ ৮২ ॥

বৃষভানুসুতা তু যথৈব প্রিয়া, প্রিয়মেব তথৈব তদীয় সরঃ।
বিসৃজামি কদাপি নহীদমহো, কুরুবাস তটেঽস্য যথৈব মনঃ ॥৮৩॥

রমণীয় মিদং মমরাসগৃহং, বহুপুণ্য কুলৈঃ শতসাধনকৈঃ।
ন হি দৃষ্ট মিদং ভবতীতিবিনা, বৃষভানুসুতাপদ কঞ্জকৃপাং ॥৮৪॥

ইতি কৃষ্ণ বচো বহুরোচনকং, ত্ববধার্য্য যথা স সুখং হি শিবঃ।
অতি হর্ষমনা ধৃত চাশ্রুকণা, প্রণনাম পুনঃ পদ কঞ্জমতে ॥ ৮৫ ॥

দিশদক্ষিণতঃ সরসস্তুতথা, তটপার্শ্ববরে বিররাম মুদা।
সুখ রাসমহো অবসন্নগতিঃ সততং খলু পশ্যতি দেববর ॥ ৮৬ ॥

"তুমি শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তট নিকটে অবস্থান কর, ইহাই শ্রীরাধিকার অভিপ্রায় ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধিকা আমার যেমন প্রিয়া, তেমন শ্রীরাধাকুণ্ডও প্রিয়, তুমি এই কুণ্ডের তটে যথাভিরুচি নিবাস কর, কখনই তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিব না ॥ ৮৩ ॥

"শ্রীরাধিকার চরণ কমলের কৃপা ব্যতিরেকে, আমার এই রমণীয় রাসগৃহ বহু পূণ্য ও সাধন সমূহের দ্বারা কেহই অবলোকন করিতে পারে নাই" ॥৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার পরম মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া সজল-নয়নে ও অতি আনন্দভরে শ্রীমহাদের পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমলে প্রণাম করিলেন ॥৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তারে নিবাস করিয়া শ্রীমহাদেব সতত শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরাসলীলাদি অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা শিবায় শিবরূপিণে।
সুদুর্ল্লভং বরং দত্ত্বা রেমে শ্রীরাধয়া সহ ॥ ৮৭ ॥

প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমাং তব কুণ্ড মেতৎ,
মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে।
স্যাদ্ বৈ হি মে সলিল কেলিরিহৈব নিত্যম্,
প্রীতা যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরোমে ॥ ৮৮ ॥

যোঽত্রৈব মে প্রিয় সরস্যারভক্তি যুক্তঃ,
স্নায়াদ্ধিচাত্র সময়ে সহভার্যয়া তু।
রাত্রৌ হি বিপ্রবচসা সুখমেব তস্মৈ,
দাস্যামি বাঞ্ছিত ফলং সুতদানমেব ॥ ৮৯ ॥

ইত্যেব বৈ বহুতরং বৃষভানুজায়াঃ,
কুণ্ডস্য কীর্ত্তিমমলাং কথয়ন্ নিজাস্যাৎ।
প্রাণপ্রিয়া সমিত এব সুহর্ষতো হি,
প্রস্নাস্বয়ং বিহরতেঽত্র সদৈব কৃষ্ণঃ ॥ ৯০ ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিবরূপী শ্রীশিবকে সুদুর্ল্লভ বর প্রদান করিয়া শ্রীরাধার সহিত নিত্যই বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন, "হে প্রিয়ে! আমার কুণ্ড হইতেও তোমার কুণ্ডের মহিমা জগতে অধিকরূপে হউক। আর এই কুণ্ডেই আমাদের নিত্য জলকেলি প্রভৃতি সম্পন্ন হউক। হে প্রিয়ে! যেমন তুমি আমার প্রিয়া, তেমনই সরোবরও আমার প্রিয় ॥ ৮৮ ॥

"হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া এই সময়ে নিজ স্ত্রীর সহিত এই সরোবরে স্নান করিবে, সেই ব্যক্তিকে আমি বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব ও সন্তান দান করিব" ॥ ৮৯ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কুণ্ডের বহুতর অমল-কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

রাসোৎসবঞ্চ কুরুতেহত্র সবৈদ প্রেয়ান্
কৃষ্ণাম্বুদঃ কৃতমহারসহর্ষবর্ষঃ।
শ্রীরাধিকা প্রবরবিদ্যুদলঙ্কৃতশ্রী,
স্ত্রৈলোক্য মধ্যাবিততী কৃতদিব্যকীর্ত্তি ॥ ৯১ ॥
শ্রীরাধা ব্রজনন্দনস্য সততং মধ্যাহ্ন লীলাস্থলং,
মাধুর্য্যামৃত পরিপূরিতং সুখকরং স্বচ্ছং সুমৃষ্টং সদা।
সংসারং পরিহাত বৈষ্ণবকুলৈঃ সংসেবিতং সর্ব্বদা,
শ্রীকুণ্ডং বিমলং হিতার্থসুবরং বর্ববর্ত্তি সর্ব্বোপরি ॥ ৯২ ॥
হতেহরিষ্টেহরিষ্টে যুবতিগণ দোষাপ্লুত হরি,—
যদা দোষং মার্ষ্টুং পরমশুচিকুণ্ডং খনিতবান্।
তদারভ্যোবেদং সুবিমলগদালুঃ পুরমহো,
অভূদ্রাধাকুণ্ডং ক্ষিতিসকল ভুবিখ্যাতমনিশম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডবাস্তব্য গোবর্দ্ধনীয়বংশোদ্ভব
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক প্রকাশিতে
শ্রীরাধাকুণ্ডমাহাত্ম্যতত্ত্বে তদুৎপত্তি বর্ণনং নাম প্রথমং সোপানং
সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ এই প্রকারে শ্রীরাধিকাদি-গোপীগণ-বিদ্যুতের প্রতিদান পূর্ব্বক রাসরস বর্ষণ করিয়া সংসারের যশঃ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

বৈষ্ণবগণ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে এই মাধুর্য্যামৃত পরিপূরিত সুখকর স্বচ্ছ এবং সুমার্জ্জিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলাস্থল শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা করিতেছেন, সেই এই শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বতীর্থ শিরোমণি রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

যে সময় ব্রজের অরিষ্টরূপ অরিষ্টাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন, এবং গোপীগণ তাঁহাকে গোহত্যার পাতকীরূপে পরিহাস করিয়াছিলেন, এবং যে সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়দোষ নিবারণের নিমিত্ত পরম পবিত্র এই কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এই কুণ্ড সকল রোগ নিবারণ করিতে সমর্থ ও শ্রীরাধাকুণ্ড নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডমাহাত্ম্যতত্ত্বে শ্রীরাধাকুণ্ডোৎপত্তি বর্ণন
নাম প্রথম সোপান সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ং সোপানম্।

প্রসিদ্ধং যত্তত্ত্বং নিগমগণগীতং বহুতরং,
সদাচিন্ত্যং চিত্তে বিমলকরণে যোগিভিরপি।
ততঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ব্রজসকলপাতা স্বয়মহো,
দয়াদৃষ্টিং তন্নঃ কুরুত সততং যৎ খনিতবান্ ॥ ১ ॥

যোগেশ্বরো হি বিশ্বাত্মা বিহরন্ রাধয়া সহ।
নিত্যং সংরমতে চাত্র প্রীত্যা গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ২ ॥

নিত্যং প্রিয়ন্তু বৈকুণ্ঠং বৃন্দারণ্যং ততোঽধিকং।
তস্মাৎ প্রিয়তমঞ্চৈতৎ শ্রীকৃষ্ণস্য সতাং গতেঃ ॥ ৩ ॥

ইত্থং গুণং খলু বিভো পরমপ্রিয়ন্তু
শ্রীরাধিকা ব্রজপতেস্তু নিকেতমেতৎ।

বেদ সকল যাঁহাকে পরব্রহ্মরূপে কীর্ত্তন করেন, যাঁহাকে যোগিগণ সর্ব্বদা বিমলচিত্তে চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য ব্রজনন্দন স্বয়ং যাহাকে খনন করিয়াছেন - এমন যে শ্রীকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড স্বয়ং আমাদিগের প্রতি দয়াদৃষ্টি করুন্ ॥ ১ ॥।

যোগেশ্বর বিশ্বাত্মা ভগবান্ গোপেন্দ্রনন্দন এই কুণ্ডে অতি প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিহার করিয়া ক্রীড়া করেন ॥ ২ ॥

যদ্যপি বৈকুণ্ঠ স্থান প্রিয়, এবং তাহা হইতে বৃন্দাবন প্রিয় ; কিন্তু তাহা হইতেও সদ্‌গণের একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণের এই কুণ্ড অতীব প্রিয়তম ॥ ৩ ॥

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পরম প্রিয় এই স্থান এবং এই কুণ্ডের

অস্যৈব তীরগশুভা নিজ চারিণীভিঃ
সংস্থাপিতাস্তু চ তদা সুখকুঞ্জপুঞ্জাঃ ॥ ৪ ॥

গোপীগণৈঃ সমিত এব যথা সুযোগ্যং.
প্রেম্না স্বয়ং বিবিধরাসরসাক্ত রাবিঃ।
লীলারতো ব্রজপতিঃ খলু যেষু নিত্যং।
ভাবপ্রদো বিহরতে হি সুখানুভূতিঃ ॥ ৫ ॥

পৌত্রঃ শ্রীবজ্রনাভো জগবিদিত যশা দ্বারিকেশস্য বিষ্ণোঃ
যাতে বিষ্ণৌ বিকুণ্ঠং স্বমনুগতবরেণোদ্ধবেনাভিষিক্তঃ।
রাজ্যেভুঙ্ক্ষন্ হি ভোগান্ সুবিমলধিষণে মাথুরাঞ্জরসেনান্,
কুণ্ডং ত্বেতদ্বন্ধো দৃঢ়তর মখিলং সর্ব্বতো ভক্তি নিষ্ঠঃ ॥ ৬ ॥

বালঃ কুলোপবিষ্টো লসতি সুমনসা মানয়ন্ জাতশ্রদ্ধঃ,
পাদাঙ্কে শ্যামকুণ্ডে নিজমনসিজ বাঞ্ছাং পূর্ত্তুমেবাতিভক্ত্যা।
কুণ্ডং শ্রীবজ্রনাভাখ্য মিতি চ বিমলং নির্ম্মমে চাতিতৃপ্তো.
যন্ন নেলক্ষ্যমানং ভবতি হি সুজলে স্পষ্টরূপেণ সম্যক্ ॥ ৭ ॥

তীরে গোপীগণ নিজ অনেক অনেক কুঞ্জ সংস্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে কুণ্ডেতে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নিত্য নিত্যই প্রেমপূর্ব্বক রাসাদি বিবিধ বিহার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন ॥ ৫ ॥

এই শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের এক কুণ্ড আছে। ইহার কারণ এই যে,—যে সময় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন, সে সময় নিজপ্রিয় শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, "তুমি মথুরাপুরীতে বজ্রনাভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রম গমন কর, কারণ এই দ্বারকাপুরীকে সাত দিনের মধ্যে সমুদ্র প্লাবিত করিবে" এই আদেশানুসারে শ্রীবজ্রনাভকে মথুরায় অভিষিক্ত করিয়া উদ্ধব বদরিকাশ্রম চলিয়া যান। পরে বজ্রনাভও অত্যন্ত ভক্তির সহিত এই কুণ্ড অতি সুন্দররূপে বন্ধন করিলেন ॥ ৬ ॥

আর বিচার করিলেন, বালকগণ গুরুজনের ক্রোড়েই শোভিত হয়, এই মনে করিয়া শ্রীচরণাকার শ্যামকুণ্ডের মধ্যে নিজ নামে প্রসিদ্ধ বজ্রনাভ-কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। যে কুণ্ড এখনও শ্যামকুণ্ডের জল অল্প হইলে স্পষ্টরূপে দেখা যায় ॥ ৭ ॥

প্রাকট্য লীলাবিরতস্তু যদাবভূব
শ্রীকৃষ্ণ এবতু ততো বহুকাল বেশাৎ।
স্থানানি চাপি নামান্তরং মাপুরত্র,
লুপ্তানি চৈব সকলানি বভূবু রাহো ॥ ৮ ॥

দোষাতপেন চ কলের্মলিনাং সমন্তাদ,
ভক্তিং স্বয়ং কুমুদিনীঞ্চ বিকাশিদীপ্তিঃ।
শাকাব্দসপ্তখ চতুর্দ্দশ সম্মিতাব্দে,
বঙ্গে ত্বভূদ্ রসসপার্ষদ গৌরচন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গাধিবাসি পুরুষান্ কৃপয়া স্বয়ং যো
ভক্তিং ত্বনর্পিতচরাং উপদেক্ষ্যমানঃ।
নিস্তীর্য্য দেশমখিলং খলু সত্বরাশি-
র্বৃন্দাটবীং হি নিজখেলনিকা ময়াচ্চ ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনান্তরগতং রমণীয় মেতৎ,
শ্রীরাধিকা ব্রজপতে র্হি রহস্যলীলং।
শ্রীশ্যামকুণ্ডতট দক্ষিণতস্তু সাক্ষাদ্—
আগত্য চাত্র বিররাম তমালমূলে ॥ ১১ ॥

যে সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় বিরত হইয়া অপ্রকটলীলা করিতে লাগিলেন, সেই সময় বহুকাল অতীত হইলে, তাঁহার লীলাস্থানসমূহের নাম সকলও প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৮ ॥

এই ঘোর কলিযুগরূপ রৌদ্রতাপে ভক্তিরূপা কুমুদিনী মলিনা হইলে সেই ভক্তিকুমুদিনী-প্রকাশকারী বঙ্গদেশে নদীয়ায় ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সপার্ষদে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৯ ॥

তদনন্তর শ্রীমহাপ্রভু বঙ্গদেশবাসী নরনারীগণকে কৃপাপূর্ব্বক যাহা কোনও কালে অর্পিত হয় নাই, এমন নিজ ভক্তি-উপদেশ প্রদান করিয়া সমস্ত দেশ নিস্তার করিয়া নিজলীলাস্থল বৃন্দাবনে আগমন করেন ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনে আসিয়া কান্তলীলা বিহারস্থল শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরস্থিত তমালমূলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ধ্যাত্বা এবৈ ভগবতস্ত্ব যথৈবলীলং
তীর স্থিতো হি সমপশ্য সর্ব্বমেব।
শীতোক্তি কেতু সরসী ব্রজবাসিবাক্যং,
শ্রুত্বা জহাস ভগবান্ খলু শুদ্ধভাবঃ ॥ ১২ ॥

এতৌ যথৈব খলু যো প্রকটঞ্চকার,
চাস্মৈব পার্শ্বগততীর্থবরাশ্চ সম্যক্।
গৌরাঙ্গ এব তু চ বৈ ভগবান্ হি সাক্ষাৎ
প্রেম্নোবতার ইব তু ব্রজবাসি মৈত্রঃ ॥ ১৩ ॥

ম্লানঃ বৈতু কলে হি দোষবিততৈ দুঃখার্দ্দিতং বৈ জগৎ,
দৃষ্ট্বা তারয়িতুং চ বৈ স্বয়মজো গৌরাঙ্গ শুদ্ধাধিপঃ।
অষ্টাবিংশতি মেকলৌ খলু তু যচ্ছ্রীকৃষ্ণনামামৃতং
সারং তারকমন্ত্রপায়িতমহো বন্দে কৃপালুং প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীরূপশ্চ সনাতনোঽতিবিমলো গোপালভট্টস্তথা,
ভট্ট-শ্রীরঘুনাথ বিদ্বদ্বরো দাসস্তথাখোঽপিচ।

শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাস্থল ধ্যান করিয়া ব্রজবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করাতে ব্রজবাসিগণ শীতল কুণ্ড বলিয়া পরিচয় দিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সাধারণ উত্তর শুনিয়া আনন্দিত হইলেন ও হাস্য করিলেন ॥ ১২ ॥

আর এই কুণ্ডদ্বয়ের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই যথার্থ নাম প্রকাশ করিলেন, এবং এই কুণ্ডদ্বয় পার্শ্বস্থিত সর্ব্বতীর্থের নামধাম পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজে ব্রজবাসিগণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন ॥ ১৩ ॥

ধন্য শ্রীমহাপ্রভু, যিনি কলির অসংখ্য দোষদুঃখিত সংসার অবলোকন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণনামামৃত পান করাইলেন, অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্ত্তনই যে একমাত্র ভবসাগর পারের উপায় তাহাই অষ্টাবিংশ কলিযুগে অবতার গ্রহণ করিয়া পামর-জীবগণের নিকট প্রকাশ করিলেন; সেই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

যাঁহার আজ্ঞা পাইয়া শ্রীরূপ, সনাতন, গোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট,

শ্রীজীবশ্চ ষড়ৈব বিপ্রবরাঃ সর্ব্বেহিগোস্বামিনঃ,
সঞ্জাতাস্তু তদৈব পার্ষদবরাঃ কৃষ্ণেপ্সিতাঃ সর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেভূমিমিমাং হি চৈব বিমলাং শ্রীকৃষ্ণরাসস্থলীং
মত্বানা সহসৈব চাযযুরহো বৃন্দাটবীং সর্ব্বতঃ।
অত্রাপ্যেব তু বার্ষভানবি মুদা লালায়িতং নিত্যশঃ,
শ্রীরাধাকৃত কুণ্ডমেব তু সমাজগ্মু রহস্যস্থলম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধাব্রজবল্লভস্য মহিমাগানে সদৈবোৎসুকাঃ,
মাধুর্য্যামৃত পূরিতানি সততং প্রীতানি সম্যক্ যথা।
তল্লীলাসমলঙ্কৃতানি বহুশো গ্রন্থানি চাকারয়ন্।
শ্রীরাধাপদকঞ্জ বদ্ধধিষণা উষুস্তটে শোভনে ॥ ১৭ ॥

তেষাং বাসনিকারিকং গৃহমহো শ্রীকুণ্ডপার্শ্বেবরে,
অদ্যাপিসমবস্থিতং সুনিচয়ং লীলেপ্সুনাং সর্ব্বতঃ।
শ্রীদাসস্তু চ রাধিকাসরতটে শুদ্ধোত্তরে সংবসন্
কূপং শ্যামসরস্তটে তু হ্যখনচ্ছ্রীগোপিকাখ্যং মহৎ ॥ ১৮ ॥

যস্মিন্ স্বাদুজলং যতো সমভবচ্ছ্রীমন্নগেশো মহান্।
পীতংযস্য জলং সদাসুখকরং ক্ষিপ্রং হি পাপাপহম্।

শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, এই ছয় গোস্বামী পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই ছয় গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থল শ্রীবৃন্দাবন ধামে আসিয়া পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যস্থল শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডে আগমন করেন। ১৬ ॥

তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যলীলাগানে উৎসুক হইয়া মাধুর্য্যামৃত পরিপূরিত, প্রীতিদায়ক অনেক লীলাগ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীরাধিকার চরণকমলে মন সমর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিবাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

লীলাদর্শনেচ্ছু গোস্বামীগণের বাসগৃহ অদ্যাপিও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত। তন্মধ্যে শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে নিবাস করতঃ শ্যামকুণ্ড-তীরে "গোপকূপ" নামে এক কূপ খনন করান ॥ ১৮ ॥

যে কূপ খনন করার সময় শ্রীগিরিরাজের জিহ্বা বাহির হইয়াছিল, এবং গিরিরাজও বাহির হইয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবদ্দেশে খনন বন্ধ রাখিয়া কূপ-

কীর্ত্তিঞ্চাপি ব্রজস্যৈব তু কথয়ন্ ধ্যায়ন্ মুদরাধিকাং।
প্রাপ্তঃ শ্রীপদমেব বিদ্বদ্বরঃ সাক্ষাৎ সমাধিস্থিতঃ॥ ১৯॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবস্য স্থানাতি পার্শ্বেবরে।
শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডস্য দক্ষিণে তীরগং মহৎ॥ ২০॥

লীলাবতারিণোর্বিষ্ণো বশীভূতে মহাপ্রভোঃ।
শ্রীশ্রীবল্লভস্যাপি স্থানঞ্চাপি মনোহরং॥ ২১॥

যোলুপ্তং সম্প্রদায়ন্তু শ্রীবিষ্ণুস্বামিনঃ প্রভুঃ।
সমুদ্দধার জীবাংশ্চ দোষগ্রস্তান্নসূমুচৎ॥ ২২॥

অস্যানুজায়িনৌ পুত্রৌ শ্রীগোকুল বিষ্ঠলাভিষৌ।
সমাজস্মতুরত্রৈব স্থানং তচ্চাত্র শোভনম্॥ ২৩॥

শ্রীরাধাকুণ্ডস্য পশ্চিম তটে হিন্দোল বৃক্ষাভিতঃ
শ্রীরাধাকৃষ্ণেতি মূর্ত্তিযুগলং সংস্থাপিতং স্বৈঃ করৈঃ।
কর্ম্মাণ্যাশ্চর্য্য প্রদানি বহুশো যেনানুকম্পালুনা।
জীবান্নদ্ধর্ত্তুং কৃতানিখলুতং শ্রীবল্লভাখ্যংভজে॥ ২৪॥

নির্ম্মাণ করান, যাঁহার জল অতি পবিত্র, সুখকর, স্বাদু সর্ব্বপাপ নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীদাসগোস্বামী ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীরাধিকার চরণ চিন্তা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১৯॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিরাজমান আছেন, তৎপার্শ্বেই শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের মনোহর স্থান বিদ্যমান, ইনি সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপ, ইনি এই স্থানে সপ্তাহ পাঠ করিয়াছিলেন॥ ২০—২১॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভু শ্রীবিষ্ণু সম্প্রদায়কে উদ্ধার করিয়াছেন ও তৎ সম্প্রদায়ে দোষগ্রস্ত মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিয়াছেন॥ ২২॥

ইহাঁর দুই পুত্র—শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ও শ্রীগোকুলনাথ। ইহাঁরা দুইজনেও এখানে আসিয়াছিলেন॥ ২৩॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমতটে শ্রীরাধিকার ঝুলনবৃক্ষের নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ স্বহস্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এই প্রকার যিনি জীব উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক কার্য্য করিয়াছেন; তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করি॥ ২৪॥

তাবৎ শ্রীভুর্ন হি কলিঃ খলু সম্প্রবিষ্টো,
দোষাকরো বনিবনে করিতুল্যধর্ম্মা,
শ্রীবল্লভস্য কুলমেব বিশুদ্ধবেগঃ
গর্জ্জত্যাহা বলহরিঃকিল যাবদত্র ॥ ২৫ ॥

অম্ভোত্তরে তটবরে খলু শোভমানং
স্থানং মনোহরতমং কিনপাণ্ডবানাং।
অত্রৈব পাণ্ডবকুলৈঃ খলু দর্শনার্থং,
তপ্তং তপোঽহতি কঠিনং স্থিতিবৃদ্ধবাক্যম্ ॥ ২৬ ॥

স্বামী শ্রীহরিদাস উত্তরতটে শ্রীশ্যামসরসো মুদা,
উষে সামপটুঃ সদৈব ভাগবৎ সেবাধিকারী যথা।
শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারিনস্তু ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃপা ভাজনঃ,
পার্শ্বে সঙ্গমতো নিকেতমেতত্তস্যৈব রম্যং খলু ॥ ২৭ ॥

অত্রৈব সঙ্গমমতীবমনোহরন্তু,
সম্মেলনং কিল অধোঽস্য সুকুণ্ডয়োশ্চ।
শ্রীসঙ্গমস্থমখিলৈস্তু তমালমিষ্টং,
শ্রীরাধিকাব্রজপতেশ্চ সুপাদপীঠং ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি কলি অতি বলবান্, আর ভূতলে হস্তীর সম বলশালী, তথাপি যতদিন পর্য্যন্ত বল্লভকুলরূপ সিংহের গর্জ্জন এই ভূতলে আছে, ততদিন পর্য্যন্ত কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না ॥ ২৫ ॥

এই শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তটে অতি রমণীয় লতাদিমণ্ডিত পঞ্চপাণ্ডবের স্থান অবস্থিত। এই স্থানেই পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যলীলা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তপস্যা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

এই শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরতটে সঙ্গমস্থলে স্বামী শ্রীহরিদাসজীর রম্য নিবাসস্থান বিদ্যমান। ইনি শ্রীবঙ্কবিহারীর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র এবং সেবার অধিকারী ও সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ ॥ ২৭ ॥

এবং এই স্থানেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থল, এবং ইহারই অধিভাগে তমালতরুতলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপীঠ বিদ্যমান ॥ ২৮ ॥

কুলোত্তরে তু বৃষভানুসুতৈকসেবী.
শ্রীযুৎ কিশোরাপদকঞ্জনিবদ্ধ ভাবঃ।
সাক্ষাদয় এব সখিভাবরতোহি সম্যক্,
রাসং দদর্শঃ তু হিতো হরিবংশ নামা॥ ২৯

শ্রীমাধবাধরসুধাপরিপূরিতায়া
বংশ্যা ধ্রুবাংশজমিমং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
নিত্যং মুদা বিহরতোর্ব্রজচন্দ্রয়োশ্চ,
প্রাপ্তং ত্বনেন খলু নূপুরমেব যত্র॥ ৩০॥

অত্রৈব রাসকরমণ্ডলমেব রম্যং
নিত্যং হি নৈহিত সখী পরিসেবিতঞ্চ।
অস্যৈব দর্শনত এব বিশুদ্ধ চিত্তে,
প্রেম্নাকলা স্ফুরতি কাপি চ হর্ষদাত্রী॥ ৩১॥

ইত্থং হি রাসকরমণ্ডলমেব বিষ্ণোঃ,
মধ্যাহ্নকালিকমহো রমণীয়মন্যম্।
শ্রীরাধিকাসুরসরস্তট দক্ষিণস্থং
যদ্দর্শনেন তনুতে খলু ভক্তিভাবং॥ ৩২॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তটে বৃষভানুসুতৈকসেবী এবং তৎপদে নিবদ্ধচিত্ত এবং যিনি সখীভাবে রত হইয়া শ্রীহরিবংশ সাক্ষাৎ শ্রীরাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন॥ ২৯॥

শ্রীহিতসখী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরসুধাপরিপূরিত বংশীতে যে দেহে অথবা স্নেহের অবতারক, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসমন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন, এবং শ্রীরাধিকার চরণের নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৩০॥

এই স্থানেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, রহস্যলীলাস্থান, রাসমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্রীহিতসখী এই রাসস্থলীর সেবা করিয়াছিলেন। ইহার দর্শন মাত্রেই বিশুদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব এক প্রেমের আবির্ভাব হয়॥ ৩১॥

এই প্রকার মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল, রাসমণ্ডল শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শোভিত

যা শ্রীবলস্য বনিতাং শশতা তু সাক্ষাৎ,
শ্রীজাহ্নবা ব্রজকিশোরি স্বরাসরক্তা।
শ্রীরাধিকা নিজসখীত্বমবাপ যত্র,
স্থানং তদেব রমণং হি তটোত্তরে বৈ ॥ ৩৩ ॥

এবং শ্রীকুণ্ডেঽত্রগোকুলপতেঃ রাসস্থলে নিত্যশঃ,
তীর্থানি শ্রেষ্ঠানি চাপি বহুশঃ প্রত্যেকপাদে খলু।
কঃ শক্তঃ সঙ্খ্যাশতানি গণিতুং মহিমাং তু তজ্জ্ঞামপি,
যেষুধ্যেয়ঃ সর্ব্বদা প্রজপতির্গোপীগণৈঃ ক্রীড়তি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরামানুজমাধ্বনিম্বতপন শ্রীবিষ্ণুপত্যাদিষু,
আচার্য্যাঃ খলু যে মহোদয়গুণা জাতা হরে রংশতঃ।
সর্ব্বে বৈ বৃষভানুজাপ্রিয়তরং কুণ্ডং রহস্যস্থলং,
ধ্যেয়ং ধ্যানপরায়ণাঃ কিল সমাজগ্মু হি বিদ্বদ্বরাঃ ॥ ৩৫ ॥

তেষাং স্থানমনোহরাণি সরসোস্তীরস্থিতান্যত্র বৈ,
স্থিত্বা যেষু যথাত্র লীলমখিলং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ।

হইতেছে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেছেন। ইহার দর্শন মাত্রেই চিত্তে প্রেমভাবের উদয় হয় ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাসমণ্ডলের সম্মুখে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর (যিনি শ্রীবলরামের) অবতার শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর (শ্রীরেবতীর কলা) পরম মনোহর স্থান, এই স্থানেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধিকার সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যলীলাস্থল শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রতিপাদে অসংখ্য-তীর্থ আছেন। তাহার গণনা হয় না। সেই সব তীর্থের মহিমা মহাত্মাগণই বলিতে পারেন। এই স্থানে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজগোপীগণের সহিত বিহার করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি অপর সম্প্রদায়ের ধ্যাননিরত আচার্যগণই এই শ্রীরাধার প্রিয়তম ও সর্ব্বরহস্যলীলাস্থল শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই সব আচার্য্যের স্থান শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ডতটে সুবস্থিত। এই

পশ্যেরন্ ব্রজগোপিভাবনিরতাঃ প্রেমাপ্লুতাঃ সর্ব্বতঃ,
যেষাং দর্শনমাত্রতো হৃদি সদা বিস্ফুর্য্যতে বৈ হরিঃ। ৩৬।

কষ্টঃকলেহি বহুদোষবিবৃদ্ধহেতোঃ
স্থানানি চাপি বহুশঃ খলু নামতো হি।
শিষ্টানি তান্যপিতু ভক্তিবিবেকনাশাৎ,
যাশ্যন্তি নষ্টমখিলানি হি চেতি কষ্টম্॥ ৩৭॥

মকসূদাবাদে জিলে হি জিমুয়াকাঁদী প্রসিদ্ধে পুরে,
জাতো লালাবাবুভক্তসুবরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাভিধঃ।
যৎকীর্ত্ত্যা ভক্ত্যা হি সর্ব্বমভিতো বঙ্গং খলু ধ্বানিতং,
তেনৈব তৎসর্ব্বতঃ সুরমণং বদ্ধং শুভৈঃ প্রস্তরৈঃ। ৩৮।

বহবঃ প্রেমযুতাশ্চ পুণ্যবহুলা ত্যক্ত্বা সুখং দৈহিকং,
মন্বানা ইদমেব বৈ ভগবতঃ প্রাপ্তেকহেতুঃ যথা।
সোপানেষু শুভেষু বৈষ্ণবকুলৈঃ সম্মর্জ্জিতেম্বহং
ভক্ত্যা ত্যক্তপরিগ্রহাশ্চ সততং ধ্যানে পরা সর্ব্বদা ॥৩৯॥

হানে বসিয়া তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়া প্রেম-পরিপ্লুত হইতেন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেন॥ ৩৬॥

বড়ই কষ্টের বিষয় যে, এমন মনোহর শ্রীভগবানের রহস্য-লীলাস্থল সকল কলির দোষে নষ্টপ্রায় হইয়াছেন, কতক স্থান লুপ্ত হইয়াছেন, কতক নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছেন, তাহাও কালক্রমে ও জীবের ভক্তিজ্ঞান নষ্ট হওয়া হেতু একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইবে॥ ৩৭॥

সেই সব লুপ্ত স্থান মুর্শিদাবাদ জেলা, জিমুয়াকাঁদী নিবাসী ৺লালাবাবু (যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও যাঁহার যশঃ ও ভক্তি বঙ্গদেশে বিখ্যাত) ভক্তিপূর্ব্বক সুন্দর প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন॥ ৩৮॥

অনেক পুণ্যাত্মা ভক্তগণ দৈহিকসুখ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রীরাধাকুণ্ডকে মনে করিয়া তৎকুণ্ডের সোপানসমূহ ভক্তিপূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন এবং সর্ব্বসুখ ভাবিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন॥ ৩৯॥

এবং শ্রেষ্ঠপুনং হি শাস্ত্রবহুলে বিখ্যাতনাম্না যথা,
শ্রীরাধা ব্রজচন্দ্রয়োঃ প্রিয়তমং ক্রীড়াকরং নিত্যশঃ।
শ্রীরাধা পদকঞ্জ বদ্ধবিষণৈস্তৎ প্রাপ্তুমেবেপ্সুভিঃ,
ধ্যেয়ং ধ্যানপরায়ণৈঃ খলু সদা শ্রীকুণ্ডযুগ্মং মুদা ॥ ৪০ ॥

রাধাশ্যামসরোযুগং স্মরতি যো যোজনশতাদ্বৈ নরঃ।
প্রাতস্তস্য সদা হি গোকলপতিঃ স্নাতস্য বৈ কা কথা ?
নিত্যং যেতু সুসঙ্গমে হি সরসঃ স্নায়ন্তি সাক্ষাদ্‌যথা,
সাযুজ্যং হি দদাতি গোকুলপতিস্তেভ্যোহি প্রাতোঽভিত: ॥৪১॥

পঙ্কং চাপ্যনয়োর্যুগ্মসরসারদ্ভুতমেবাপি যঃ,
অঙ্গে চর্চ্চতি বাপি মধ্যতিলকে বিন্দুঞ্চ বা ধারয়েৎ।
মালাং বা রজসোদ্ভবাং হি স্বনয়োঃ কণ্ঠেঽনিশং ধারয়েৎ,
শ্রীরাধাব্রজবল্লভস্য হি সদা প্রাণাধিকঃ স প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

স্নানতঃ সর্ব্বতীর্থানাং প্রাপ্নোতি যৎ ফলং নরঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি শ্রীরাধাকুণ্ডদর্শনাৎ ॥ ৪৩ ॥

এই প্রকার সর্ব্বগুণসম্পন্ন, শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয়তম লীলাস্থল শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডকে যাঁহারা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীরাধার চরণ-কমলে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে সর্ব্বদা স্মরণ করুন্ ॥ ৪০ ॥

শতযোজন দূর হইতেও যদি কেহ শ্রীকুণ্ডদ্বয় স্মরণ করিতে পারে, তবে তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই প্রীত হন ; আর যাহারা সেই কুণ্ডে স্নান করে, তাহাদের কথা আর কি বলিব ? আর যাহারা নিত্যই স্নান করেন তাহাদিগকে ভগবান্ অতি প্রীত হইয়া সাযুজ্য দান করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়া ঐ কুণ্ডের উদ্ভূত মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন ও তিলকের মধ্যস্থলে বিন্দুধারণ করে, অথবা ঐ কুণ্ডরজঃসম্ভূত মালা কণ্ঠে নিরন্তর ধারণ করে, সে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হয় ॥ ৪২ ॥

সর্ব্বতীর্থে স্নান দ্বারা মনুষ্য সকল যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই ফল

কুণ্ডযুগ্মে নরঃ স্নাত্বা ভূত্বা তৎপরিচারকঃ।
শ্রীযুগ্মস্তু স্মরেদ্ যস্তু তৌ হি তদ্বশগৌ ধ্রুবম্ ॥ ৪৪ ॥

স্নাত্বা কুণ্ডযুগে ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা কুণ্ডেশ্বরং শিবং।
সম্পূজ্য কুণ্ডযুগ্মন্তু বিন্দেৎ সর্ব্বেপ্সিতং নরঃ ॥ ৪৫ ॥

কার্ত্তিকস্যাসিতাষ্টম্যাং দীপদানং করোতি যঃ।
স যাতি পরমস্থানং শ্রীরাধাকৃষ্ণবল্লভঃ ॥ ৪৬ ॥

উপায়ং হি সমীচীনং ত্বপ্রজস্য কলাবিহ।
পরীক্ষিতং সহস্রৈশ্চ প্রসিদ্ধঞ্চেহ সর্ব্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

একবর্ষান্তরে চৈব সন্তানং ত্বপ্রজস্য বৈ।
জায়তে হি ধ্রুবং পুত্রং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

স্নানস্যহি বিধানঞ্চ যথাশাস্ত্রবিধিস্তথা।
বক্ষ্যে যেন হি বন্ধ্যায়াঃ ক্ষিপ্রং দোষং বিনশ্যতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শনমাত্রেই লাভ হয় ॥ ৪৩ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান করে, সেবা করে ও স্মরণ করে, ঐ কুণ্ডদ্বয় সর্ব্বদাই তাহার বশীভূত থাকেন ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কুণ্ডেশ্বর শিবকে দর্শন করতঃ কুণ্ডদ্বয়ের পূজা করে; সে অভিলষিত সপ্ত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪৫ ॥

এই শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে যে ব্যক্তি কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে দীপদান করে, সে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইয়া তাঁহার ধামে গমন করে ॥ ৪৬ ॥

সন্তানহীন ব্যক্তির একমাত্র সন্তান পাইবার উত্তম উপায় এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীকুণ্ডদ্বয়ে স্নান, ইহা সহস্র ২ ব্যক্তি পরীক্ষাও করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

এই কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিলে নিশ্চয়ই নিঃসন্তান ব্যক্তির একবর্ষ পরে পুত্রলাভ হইবে ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিযুতোধীরঃ সস্ত্রীকোঽর্থবতঃ স্বয়ং।
কার্ত্তিকস্য সিতাষ্টম্যামত্র গত্বোপবাসয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বিপ্রং বিধিবিধানজ্ঞং রাধাকুণ্ডনিবাসিনাং।
অচ্ছিন্নাভিন্নসর্ব্বাঙ্গং বৃণুয়াদত্রকর্ম্মণি ॥ ৫১ ॥

স্ত্রিয় আভরণান্যেব বস্ত্রাণ্যপি সমগ্রতঃ।
শ্রীরাধাপ্রীণনার্থন্তু সংগ্রহেঽহ্নি দিনে সুধীঃ ॥ ৫২ ॥

মুরলীং মুকুটং যষ্টিং হৈমং বা রজতোদ্ভবম্‌।
পীতবস্ত্রযুগঞ্চৈব কৃষ্ণপ্রীত্যর্থমাহরেৎ ॥ ৫৩ ॥

কুষ্মাণ্ডং প্রস্থমানন্তু পঞ্চরত্নসমন্বিতম্‌।
অপুত্রিক দোষনাশার্থং চাহরেৎ বস্ত্রসংযুতম্‌ ॥ ৫৪ ॥

গাং সবৎসাং তরুণীন্তু সালঙ্কারযুতাং শিবাং।
কর্ম্মত্রুটিনিবৃত্ত্যর্থং রাত্রৌ দানার্থমাদিশেৎ ॥ ৫৫ ॥

শাস্ত্রানুসারে এই কুণ্ডের স্নানের বিধি যথাবিধি বলিতেছি, ইহাতে বন্ধ্যার দোষ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৯ ॥

ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত ধীরব্যক্তি সস্ত্রীক এখানে আগমন করিয়া কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীর দিন উপবাস করিবে ॥ ৫০ ॥

তারপর বিধিবিধানজ্ঞ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী বিপ্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবে ॥ ৫১ ॥

আর স্ত্রীলোকের যত আভরণ ও বস্ত্র হইতে পারে, তৎসমুদায় শ্রীরাধার প্রীতির নিমিত্ত ধীরব্যক্তি সংগ্রহ করিবে ॥ ৫২ ॥

মুরলী, মুকুট, যষ্টি (স্বর্ণনির্ম্মিত অথবা রৌপ্যনির্ম্মিত) পীত বস্ত্রদ্বয় সেই দিনে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত সংগ্রহ করিবে ॥ ৫৩ ॥

তৎপর পঞ্চরত্ন ও বস্ত্রসমন্বিত কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) অপুত্রজনিত দোষ নিবারণার্থে সংগ্রহ করিবে ॥ ৫৪ ॥

কর্ম্মত্রুটি নিবৃত্তির জন্য রাত্রিকালে অলঙ্কারযুতা সবৎসা যুবতী গাভী সংগ্রহ করিবে ॥ ৫৫ ॥

এবং বিশুদ্ধমনসা সঞ্চীয়ৈতানি সর্ব্বতঃ।
রাধাশ্যামযুগং ধ্যায়েন্নিশার্দ্ধং যাবদেব হি ॥ ৫৬ ॥
নিশাকরোদিতপ্রায়ে অঞ্চলবন্ধপূর্ব্বকম্।
পূর্ব্বন্তু রাধিকাকুণ্ডে স্নায়াৎ প্রাঙ্মুখতো যথা ॥ ৫৭ ॥
সঙ্কল্প্যাথ প্রিয়াপ্রীত্যৈ দদ্যাদ্বিপ্রায় হস্ততঃ।
সালঙ্কারৈঃ সুবস্ত্রাণি বাঞ্ছাসিদ্ধ্যর্থমেব চ ॥ ৫৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে চৈবং বস্ত্রালঙ্কারমেব চ।
স্নাত্বা তু শ্যামকুণ্ডেঽপি দেয়ং বিপ্রায় বৈমুদা ॥ ৫৯ ॥
কুষ্মাণ্ডঞ্চাপি পুত্রার্থং শ্রদ্ধাবিশ্বস্ত চেতসা।
শ্রীকুণ্ড এব সঙ্কল্প্য বিসৃজেত্তু যথাসুখম্ ॥ ৬০ ॥
পশ্চাৎ গাংকার্য্যসিদ্ধ্যর্থে পূর্ব্বাভিমুখতস্তথা।
পুচ্ছতং প্রগৃহ্য সঙ্কল্প্য দদ্যাৎ প্রেম্না যথাবিধিঃ ॥ ৬১ ॥
শ্রীরাধে তপ্তহেমাভে শ্রীগোকুলপতিপ্রিয়ে!
যথেষ্টং সাধ্যতাং মেঽপি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্ ॥ ৬২ ॥

এই প্রকার বিশুদ্ধমনে সর্ব্ব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিশার্দ্ধ পর্য্যন্ত ধ্যান করিবে ॥ ৫৬ ॥

পরে চন্দ্রোদয় হইলে স্ত্রীর অঞ্চল বন্ধনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিবে ॥ ৫৭ ॥

পরে সঙ্কল্প পূর্ব্বক বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত ও শ্রীরাধার প্রীতি নিমিত্ত অলঙ্কারের সহিত সুন্দর বস্ত্র সকল ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করিবে ॥ ৫৮ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির নিমিত্তও শ্রীশ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করিবে ॥ ৫৯ ॥

তৎপর পুত্রের নিমিত্ত শ্রদ্ধা-বিশ্বস্ত হৃদয়ে কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) সঙ্কল্পপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডে ত্যাগ করিবে ॥ ৬০ ॥

তৎপর কার্য্য সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পুচ্ছ ধারণ করিয়া গাভী দান করিবে ॥ ৬১ ॥

"শ্রীরাধে! তপ্তহেমাভে! শ্রীগোকুলপতিপ্রিয়ে! "আমার অভিলাষ পূর্ণ কর" এই বলিয়া বহুবার প্রণাম করিবে ॥ ৬২ ॥

এবং শ্রীকুণ্ডে অস্মিন্ নিজমনসিজবাঞ্ছাং পূর্ত্তুমেবাতিভক্ত্যা,
স্নাত্বা রাত্রৌ যথোক্তং দ্বিজবরবচসা সস্ত্রিয়া চানুগামী।
ধ্যায়ন চিত্তে হি রাধাং তদুভয়সরসোঃ পাদচারী সজায়ঃ
কুর্য্যাৎ প্রেম্ণা প্রদক্ষিণামথ সুখকরং জায়তে ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রভাতে ব্রাহ্মণানেব ভোজয়েদ্দ্বাদশাধিকান্।
পক্কান্নৈঃ শ্রদ্ধয়া চাথ যেন তুষ্টে ত্রিলোককৃৎ ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ তোষয়িত্বা তু দক্ষিণাদানপূর্ব্বকম্।
স্বগৃহং তদনুজ্ঞাতশ্চাগচ্ছেদ্ধি যথাসুখম্ ॥ ৬৫ ॥

এবং ধর্ম্মমতির্নিত্যং যথা শ্রদ্ধস্তু পুণ্যভাক্।
ধ্যায়ন্ সর্বেশ্বরং বিষ্ণুং বিন্দেৎ সর্ব্বাপীপ্সিতং নরঃ ॥ ৬৬ ॥

মৃতবৎসা চ যা নারী তথা কন্যাপ্রসূতিকা।
জনিষ্যতি ধ্রুবং পুত্রং তথা বন্ধ্যাপি নিশ্চয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

এই প্রকারে নিজ বাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত এই শ্রীরাধাকুণ্ডে পুরোহিতের কথানুসারে তদনুগামী হইয়া, শ্রীরাধিকার ধ্যান করিতে করিতে পত্নীর সহিত রাত্রিতে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৬৩ ॥

প্রভাতে দ্বাদশাধিক ব্রাহ্মণগণকে পক্কান্ন দ্বারা ভোজন করাইবে; তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন ॥ ৬৪ ॥

তারপর দক্ষিণাদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি অনুসারে স্বগৃহে গমন করিবে ॥ ৬৫ ॥

এই প্রকার ধর্ম্মে মতি রাখিয়া যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করে, সে সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬৬ ॥

মৃতবৎসা যে নারী ও যাহার কেবলমাত্র কন্যাই জন্মগ্রহণ করে এবং যে একেবারে বন্ধ্যা তাহার অবশ্যই পুত্র হইবে ॥ ৬৭ ॥

স্নাত্বার্ত্তবে প্রতি ঋতৌ চ সুবৃন্তবীজং,
গোরোচনঞ্চ করিকেশরতুল্যভাগং ।
মাষাষ্টকং পারিমিতন্তু দিনত্রয়ঞ্চ,
পেয়ং সদা সুখকরং পয়সাগবাংবৈ ॥ ৬৮ ॥

এবং বাঞ্ছাকল্পতর্ব্বোঃ শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডয়োঃ ।
মহিমাকথনে শক্তোঃ কাদয়োঽপি নরাঃ কুতঃ ? ॥ ৬৯ ॥

অনয়োরদীব্যাং বিপুলং হি কুণ্ডং,
ললিতাদিভিশ্চাষ্টসখীভিরেব ।
নিজনামধেয়ৈঃ খনিতঃ বিশুদ্ধং
ললিতাসরো নাম প্রসিদ্ধমেব ॥ ৭০ ॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডস্য তথাস্য চাপি,
সম্মেলনঞ্চাত্র সুসঙ্গমঞ্চ
শ্রীসঙ্গমস্থন্তু তমালমিষ্টং
শালিগ্রামৈরভিকত সর্ব্বাগ্রাগ্রম্ ॥ ৭১ ॥

প্রসঙ্গক্রমে সন্তান হইবার উপায় লিখা হইতেছে—যে সময় স্ত্রীর মাসিক ধর্ম্ম (ঋতু) হয়, সেই দিন হইতে চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া বার্ত্তাকুর (বেগুণের) বীজ, গোরোচনা, নাগকেশর, এই তিন দ্রব্য সমভাবে চূর্ণ করিয়া ৮ মাসা গোদুগ্ধের সহিত পান করিবে ॥ ৬৮ ॥

এই প্রকার বাঞ্ছাকল্পতরুরূপ শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ব্রহ্মাদি দেবতাও সমর্থ হন না, মানবেরা কি প্রকারে সমর্থ হইবে ? ॥ ৬৯ ॥

এই শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের উত্তর দিকে শ্রীললিতাদি অষ্টসখীর অষ্ট কুণ্ড আছে। সকল কুণ্ডই এক স্থানে আছে, তথাপি ললিতাকুণ্ড নামেই প্রসিদ্ধ ॥ ৭০ ॥

আর এই স্থানেই শ্রীশ্যামকুণ্ডের ও ললিতাকুণ্ডের সঙ্গম স্থান আছে, এই সঙ্গম স্থানে আবার এক তমাল বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের সর্ব্বগাত্র শালগ্রাম দ্বারা আবৃত, এই স্থানে মধ্যাহ্ন নিশার সময় প্রথম শ্রীললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয় ॥ ৭১ ॥

স্পৃষ্টন্তু চৈতৎ খলু সর্ব্বপাপং
অত্রাগতানাং হরতীতি তথ্যং।
অত্রৈব চাগত্য হি ভানুকুণ্ডাৎ
প্রাপ্নোতি গোপীগণ এব কৃষ্ণম্॥ ৭২॥

অস্যৈব পার্শ্বে বৃষভানুকুণ্ডং
স্নাতং সুবিস্তীর্ণবিশুদ্ধকঞ্জ।
অত্রৈব গোবৎসপয়ঃপ্রপাণং
ত্বকারয়ৎ বৈ সসখীভিঃ কৃষ্ণঃ॥ ৭৩॥

পার্শ্বে রমণ্যং খলু ব্রহ্মচারী,
কুণ্ডং প্রসিদ্ধং কিল যত্র কৃষ্ণঃ।
বিধায় বেশন্তু যতের্যথাবৎ
শ্রীরাধিকা বৈ হলিতালিবৃন্দৈঃ॥ ৭৪॥

প্রাচ্যান্তু ক্রোশার্দ্ধমতীব রম্যম্
স্থানং তদীয়ং লগমোহনাখ্যম্,
কদম্বসঙ্ঘৈঃ পরিবীতমনিশং,
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরহস্যলীলম্॥ ৭৫॥

এই শ্রীললিতাকুণ্ডের স্পর্শমাত্রেই আগন্তুক ব্যক্তির সর্ব্ব পাপ নাশ হয়। আর এই স্থানেই ভানুকুণ্ড (সূর্য্যকুণ্ড) হইয়া আসিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন॥ ৭২॥

এই ললিতাকুণ্ডের পার্শ্বে বৃষভানুকুণ্ড বিদ্যমান, এই বিস্তীর্ণ কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ স্ববয়স্যগণ কর্ত্তৃক গো-বৎসগণকে জল পান করাইয়াছিলেন॥ ৭৩॥

আর ইহার পার্শ্বে ব্রহ্মচারী কুণ্ড, এই কুণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণপূর্ব্বক গোপীগণকে ছলনা করিয়াছিলেন॥ ৭৪॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে লগমোহন নামক স্থান ও কুণ্ড আছে, এই স্থান পরম রমণীয় কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত। এই স্থানেই গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন॥ ৭৫॥

শ্রীকুণ্ডতো দক্ষিণদিস্থমনন্দং,
ক্রোশার্দ্ধমাত্রং কুসুমাখ্যমেব।
বনং সুরম্যং সুমনোনিধিং যৎ
চিন্বন্তি পুষ্পানি সদা সুগোপ্যঃ ॥ ৭৬ ॥

তত্রৈব কাননবরে মুনি নারদো হি,
দ্রষ্টুং মুদা ভগবতশ্চরনারবিন্দং।
দৌরাত্মামেব কথিতুং মথুরাধিপস্য,
গোপাঙ্গজায় সকলঞ্চ সমাগতোঽহসৌ ॥ ৭৭ ॥

গোবৎসপৈশ্চ বিচরন্তমজং সুখেন
নত্বাতু চাকথয়দত্র যথাদি সর্ব্বং।
আসীদতীব রমণীয়তমস্তু চৈতৎ,
স্থানং সরশ্চ শুচিনারদ কুণ্ডমেব ॥ ৭৮ ॥

অত্রৈব রম্যং বিপুলং সরস্তু,
প্রসিদ্ধমেতৎ কুসুমেন নাম্না।
বদ্ধং সুপাষাণচয়ৈঃ সুযত্নাদ্
রাজ্ঞোঽধুনা ভর্ত্তপুরাধিপস্য ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী কুসুমবন নামক বন আছে, গোপীগণ সর্ব্বদাই এই স্থান হইতে মনোহর পুষ্প সকল চয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥

এই কুসুম বনেই এক সময় শ্রীনারদমুনি শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ দর্শন করিতে ও কংসরাজের দৌরাত্ম্য সকল নিবেদন করিতে আসিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

এই কুসুমবনেই এক পরম রমণীয় শ্রীনারদ সরোবর নামে এক সরোবর আছে, এই বনেই শ্রীকৃষ্ণ যে সময় গোচারণ করেন, সেই সময় নমস্কার পূর্ব্বক শ্রীনারদ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

আর এই বনেই পরম পবিত্র "কুসুম সরোবর" নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবর ভরতপুরের শ্রীমহারাজ বাহাদুর প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

প্রাপ্য প্রসাদমথতূদ্ধব এববিষ্ণো
রম্বিষ্যমাণ ইব বহু ব্রজমেব চাত্র।
শ্রীকৃষ্ণমর্চ্চিতুমহো কুসুমানি চেতুং
গোপীগণঃ সততমেতি ইহৈবনিত্যম্ ॥ ৮০ ॥

ইত্যাশয়াজটিত ভক্তশিরোমণিঃ স,
গোপাঙ্গনাচরণরেণুমভীপ্সুরেব।
শ্রীরাধিকাদি চরণেষু কৃতৈকনিষ্ঠো,
ভূত্বালতাময়মসৌ সুখমত্রচাস্থং ॥ ৮১ ॥

কুলস্থমেব বিমলং হি তপস্বিকীর্ণং,
খ্যাতং সরঃ সুশুচি চোদ্ধবকুণ্ডনাম্না।
যৎ স্পর্শনাদ্দ্রুততরং প্রলয়ায়তে বৈ,
সর্ব্বন্তু পাপপটলং মনসোদ্ভবঞ্চ ॥ ৮২ ॥

শ্রীকুণ্ড পশ্চিমত এব মনোহরন্তু,
স্থানং হি রামশয়নং খলুনল্বমাত্রে।
গাশ্চারয়ন্তু সমুখং বলরাম এব,
সুপ্তোঽবৰ্দ্ধিতরুষণ্ডকুলান্বিতেঽত্র ॥ ৮৩ ॥

এই সরোবরের দক্ষিণ তীরে শ্রীউদ্ধব জীর বৈঠক আছে। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে গোপীগণের সংবাদ লইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন, সেই সময় শ্রীউদ্ধব ব্রজ হইতে আগমন করিয়া ও শ্রীগোপীগণের প্রেম অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন যে—"এই স্থানেই যে শ্রীগোপীগণের চরণরজঃ আমার মস্তকে সর্ব্বদাই পড়ে, এই প্রকার কোন গুল্মলতা হইয়া আমি এই স্থানে নিবাস করি।" এইরূপে শ্রীউদ্ধব প্রার্থনা পূর্ব্বক এই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই গোপীগণ প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেন॥ ৮০—৮১॥

ইহার পার্শ্বেই তপস্বিগণের বাসস্থল পরম মনোহর শ্রীউদ্ধব কুণ্ড, ইহার স্পর্শে ও স্নানে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়॥ ৮২॥

শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের পশ্চিম দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে "রামশয়ন" নামক স্থান,

Scanned with ACE Scanner

পার্শ্বেঽস্যৈব প্রথিতমেব সুরক্তচন্দ্রং,
ক্রেয়েবালঽত্র বিমলে হি তু নন্দসূনোঃ।
ক্রীড়াকরে ভ্রমতি যো জন এব ভক্ত্যা,
প্রীতো হরিঃ সুমুদমেব দদাতি তস্মৈ ॥ ৮৪ ॥

গ্রামাধি পশ্চিমতটে হি সুবৃক্ষসঙ্ঘৈঃ-
র্ব্যাপ্তং সরোঽতিরমণং সুখদং সদৈব।
মল্লারকুণ্ডবিদিতং খলু পুষ্পপুঞ্জৈ-
র্গোপীগণৈশ্চ সুস্রজং গ্রথিতাহি মালা ॥ ৮৫ ॥

পার্শ্বেঽস্যৈব তু সুমনোহর কুণ্ডমেকং,
পুষ্পান্সরশ্চ বিদিতং খলু রম্যমেব।
স্থানেঽত্রৈব যুবতিসঙ্ঘবরৈর্চ্চয়ানা
মাগারমেব তু চ কৌসুমরাজিকাণাং ॥ ৮৬ ॥

অস্যৈব দক্ষিণতরেব'সুমুক্তিদাত্রী,
খ্যাতেহ'যা'তু শিবপুষ্করিণীতি নাম্না।
অস্যা মাহাত্ম্যমখিলং হি শিবঃ শিবা চ
বেত্ত্যেব বৈ নচ বিধিঃ কিমুতোঽন্যদেবাঃ ॥ ৮৭ ॥

এখানে শ্রীবলদেব শয়ন করিয়াছিলেন। এ স্থানটি বড় বড় কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা শোভিত ॥ ৮৩ ॥

ইহার পার্শ্বে "ক্রেয়বন" ও "রক্তচন্দ্র" নামক স্থান, এ স্থানে গোপীগণ বর্ষাণ হইতে আগমন করিবার সময় পুষ্পচয়ন করিয়া গমন করিতেন। এ স্থানে যে মনুষ্য ভ্রমণ করে, শ্রীহরি তাহাকে অত্যন্ত সুখ দান করেন ॥ ৮৪ ॥

আর গ্রামের পশ্চিম দিকের পার্শ্বে অতি রমণীয় শ্রীরাধিকার মালা গ্রহণ করিবার স্থান মল্লারকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ এক কুণ্ড আছে, এস্থানে গোপীগণ পুষ্পসমূহ দ্বারা মালা গ্রন্থন করিতেন ॥ ৮৫ ॥

আর ইহার পার্শ্বে অতি মনোহর পুষ্পসরঃ নামে এক কুণ্ড আছে, এস্থানে গোপীগণ কুসুম সকল চয়ন করিয়া রাখিতেন ॥ ৮৬ ॥

এই পুষ্পকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে মুক্তিদায়িনী সুন্দর শিবপুষ্করিণী নামে এক পুষ্করিণী (শিবোখরি) আছে। ইহার অখিল মহিমা শিব ও পার্ব্বতী জানিতে পারেন না, অন্য দেবতা কি প্রকারে জানিতে পারিবেন ? ॥ ৮৭ ॥

Scanned with ACE Scanner

একা শিরা তু জলপানরতাশ্চ সম্যক্,
ক্রীড়ার্ভকৈশ্চ লগুড়ৈ রবতাড়িতা সা।
বিদ্রাবিতা খলু নিজাসু পরীপ্সুচিন্তা,
চাস্যাস্তটস্থ বিল এব সুসংপ্রবিষ্টা ॥ ৮৮ ॥

বালাশ্চ কৌতুকবশাঃ সকলাঃ সুহর্ষাৎ
সন্ধ্যায় কাষ্ঠ সকলানি বিলেপি যত্নাৎ।
অহোঃ সমাদদহুরেব শিবাপি দগ্ধা,
শ্রীরাধিকা নিজসখীত্বমবাপ সদ্যঃ ॥ ৮৯ ॥

জাতোহপি দেশপতিতেষ্বপি মূঢ়ভাবো,
যঃ কোহপিবৈতু বৃষভানুসুতৈকনিষ্ঠঃ।
দগ্ধঃ "শিবোখরি" তটে সুখমেতি রাধাং,
প্রাপ্তা শিবাপী পদবীং কিমুতো মনুষ্যঃ ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাধিকাপদ সরোজমভীক্ষণেপ্সুঃ,
শ্রীরাধিকা বিমলকুণ্ডতটে বসংশ্চ।

একটি শৃগালী জলপান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল, ব্রজবাসী বালক ক্রীড়া করিতে করিতে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন শৃগালীও নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ গমন করিয়া এই পুষ্করিণীর তটস্থ বিলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৮৮ ॥

বালকগণও তখন খেলিতে খেলিতে কাষ্ঠ সকল সঞ্চয় করিয়া বিলদ্বারস্থিত গৃহে অগ্নি প্রদান করিল. শিবাও দগ্ধ হইয়া শ্রীরাধিকার সখীভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৮৯ ॥

এই শিবোখরির মাহাত্ম্য এই যে - যে কোন স্থানে জন্ম হউক না কেন, বা মূর্খ হউক না কেন, মনুষ্য যদি শ্রীরাধিকার ভক্ত হয় ও আসন্নকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং শিবোখরির তটে যদি তাহাকে দাহ করা হয়, তবে সে অবশ্য শ্রীরাধিকার চরণ প্রাপ্ত হইবে। যদি শৃগালী দগ্ধ হইয়া পরম গতি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যেরা কেন সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে না? ॥ ৯০ ॥

যে পুরুষ শ্রীরাধিকার প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে রাধাকুণ্ডের তটে নিবাস

শ্রীরাধিকা চরণকুঞ্জেনিবদ্ধ ভাবঃ,
শ্রীরাধিকা নিজসখিত্বমবৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৯১ ॥

অস্যা কূলবরে হি চান্তদহনং সম্ভাব্যতেনাল্পকৈঃ,
পুণ্যৈর্যত্র তু দাহতো হি সুলভা ভক্তিঃ কিশোরীপদে।
যামর্থে খলু নিত্যশোহতি কঠিনৈ স্তাপৈস্তু তপ্তা অপি,
আহো নৈব সমাপ্নুবন্তি বিমলাং শক্তাশ্চ বৈ কাদয়ং ॥৯২॥

শ্রীরাধাসরসো হি কীর্ত্তিমমলাং শাস্ত্রানুগীতাং যথা,
কঃ শক্তোখলু বর্ণিতুঞ্চ সততং নিত্যস্থলস্যাপি বৈ।
যস্মিন্ সংবসতো মুদা হি সুলভা ভক্তিস্তু যা দুর্লভা,
শ্রীরাধাব্রজচন্দ্রয়োশ্চরণজা প্রেম্না সদোপাসিতা ॥ ৯৩ ॥

অলভ্যং ঘোরাভিঃ সুবিমলতপোবাশিভিরপি,
মহা দানৈ র্ধ্যানৈর্বহুবিধবিতানৈরপিচ যৎ।

পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার ধ্যান করতঃ নিজ জীবন অতিবাহিত করুক, তাহা হইলে নিশ্চয় শ্রীরাধিকার সখীত্ব লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯১ ॥

এই শিবোখরির তটে মৃত্যুকালে দাহ অল্প পুণ্যে লাভ হয় না। কিন্তু এই শিবোখরির তটে মনুষ্য দেহ ভস্মীভূত হইলে সে মনুষ্য অনায়াসে শ্রীরাধাপদে ভক্তিলাভ করিতে পারে। যে ভক্তি প্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ অতি কঠিন তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীরাধাকুণ্ডে নিবাসপূর্ব্বক জীব শ্রীরাধিকার চরণে ভক্তি অনায়াসে লাভ করিতে পারে ॥৯২॥

এই প্রকার শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের মহিমা যেমন শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, তেমন বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? এই শ্রীরাধাশ্যামের নিত্যবিহার স্থল—এখানে নিবাস করিলে শ্রীরাধাশ্যামের চরণভক্তি দুর্লভ হইলেও অনায়াসে সুলভ হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

ঘোর তপস্যা দ্বারা, মহা দান দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, নানা যজ্ঞ দ্বারা, যাঁহাকে পাওয়া যায় না, এমন দুর্লভ পরমতত্ত্বরূপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, স্বয়ং ভগবান্ যে কুণ্ড

অগম্যোনৈবাহো খনিতমিদমেবাতি রম্যং,
স্বয়ং শ্রীশ্রীকৃষ্ণেন দয়য়তু মাং কুণ্ডমমলম্ ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ড বাস্তব্য গোবর্দ্ধনীয় বংশোদ্ভব
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক শর্ম্ম প্রকাশিতে
শ্রীরাধাকুণ্ডতত্ত্বেতন্মহিমাকথনং নাম দ্বিতীয়ং সোপানং
সমাপ্তম্।

শ্রীরাধাপ্রীতি নিমিত্ত খনন করিয়াছেন ও নিজ প্রতিনিধিরূপ ভক্তগণের আনন্দার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এমন শ্রীকুণ্ডদ্বয় সর্ব্বদাই আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসী (কুচনাগীয়া গুধেনীয়া)
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক প্রকাশিত
শ্রীরাধাকুণ্ডরহস্যতত্ত্বে শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা-কথন নামক
দ্বিতীয় সোপান সম্পূর্ণ।

তৃতীয়ং সোপানম্।

নমঃ শ্রীরাধিকায়ৈ ॥

প্রসিদ্ধা মধ্যাহ্নে প্রতিদিনমহোহত্রৈব সম্মুখং,
স্বয়ং যা শ্রীরাধা প্রণয়ঘনভাবৈ ব্র্জপতেঃ।
সমাশ্লিষ্টা প্রেম্না ত্বনিশমলিবৃন্দৈ বিদধতি,
বিহারং সা নিত্যং হরতু মমতাপং ভবভবং ॥ ১ ॥

সকৃৎ স্নাতানামকৃতসুকৃতানামপি মুদা,
বিহত্যান্তস্তাপং বিপুলভবজাতং জননি হে!
স্ব বাঞ্ছাং ভক্তানাং দদসি খলু কুণ্ডেশ্বরি! সদা,
মমাপ্যন্তস্তাপং হরতু সুখদে পাপমখিলং ॥ ২ ॥

অভিন্নং যুগ্মাভ্যাং পরমরমণীয়ং সুখকরং,
তমালাদ্যৈ র্বৃক্ষৈঃ সকল পরিবীতং সুললিতম্।
সদা সেব্যং ভক্ত্যা ত্বদনুচরবৃন্দৈরতিমুদা
বিসৃষ্টান্যাশং মাং দয়য়তু সদা কুণ্ডমমলং ॥ ৩ ॥

যে স্থানে শ্রীরাধা সখীগণ সঙ্গে প্রেমপূর্ব্বক প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে মিলিতা হইয়া রাসলীলা করিয়া থাকেন সেই পরম রমণীয় স্থানাধিকারিণী (শ্রীরাধা) আমার সংসাররূপতাপকে বিনাশ করুন ॥ ১ ॥

হে কুণ্ডেশ্বরি মাতঃ! বহু পাপযুক্ত হইয়াও যে একবার স্নান করে, আপনি তাহার বহু জন্মজাত মনস্তাপ সকলকে বিনাশ করিয়া থাকেন ও নিজাভিলষিত বস্তু দান করিয়া থাকেন, হে মাতঃ! সেই প্রকার আপনি আমারও পাপের সহিত মনস্তাপকে নষ্ট করুন ॥ ২ ॥

হে কুণ্ডেশ্বরি! শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ হইতে আপনি ভিন্ন নহেন। আপনি সর্ব্বদাই তমালাদি বৃক্ষ সকলে পরিবৃত, অতি রমণীয় ও সুখদায়িনী। আপনার

তবৈব ধ্যানে যে নিশিদিনরতা ভোগবিগতা,
মৃতা চেদত্রৈব প্রিয়নিজসখিত্বং দদসি বৈ।
সমাপ্যোবং মাতঃ! সতত তব পাদং শ্রিতবতঃ,
বিধত্তাং যেন স্যাৎ তব চরণ কঞ্জে রতিরিয়ম্ ॥ ৪ ॥

সকামা নিষ্কামা অপিতু জগদম্বে! তব তটং
শ্রিতা নিত্যঃ যেবৈ তব চরণ সাকাঙ্ক্ষমনসঃ।
বিধত্তে শং তেষাং জনিমরণশোকাপহরণে,
ইয়ং মূঢ়স্যাপি ত্বমস্তুনয়পাদাম্বুজ তটম্ ॥ ৫ ॥
ন যৎ সর্ব্বৈ র্বেদৈর্ণমুনি সুরবৃন্দৈরবসিতং,
বিশুদ্ধং তত্তত্ত্বং শ্রয়তি পদপীঠং তব মুদা।
বিয়োগং পাদাব্জাৎক্ষণমপি ন ভূষাজ্জড়ধিয়ঃ,
যতধ্বং তন্নিত্যং পতিতজননিস্তারিণি! তু মে ॥ ৬ ॥
সমাধৌ সংযত্তা অথচ বহুযেগোভিনিরতাঃ,
সদা শাস্ত্রালোকেন তবচরণাপ্তুং কতিপয়ে।

অনুচরবৃন্দ ভক্তিপূর্ব্বক আনন্দের সহিত সেবা করিতেছেন। হে মাতঃ! আমি সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন ॥ ৩ ॥

হে মাতঃ! সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ করিয়া, নিশিদিন যাহারা আপনার ধ্যানে নিরত হইয়া মৃত হয়, আপনি তাহাদিগকে নিজ প্রিয় সখীত্ব দান করেন। হে মাতঃ! আমিও তোমার শরণাগত হইয়াছি, আমাকেও তোমার চরণ কমলে রতি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হে জগদম্বে! চরণারবিন্দ প্রাপ্তি নিমিত্ত কত কত সকাম ভক্ত ও নিষ্কাম ভক্ত তটকে আশ্রয় করিয়া আছেন, এবং ইচ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছেন। সেই প্রকার এই মূঢ়বুদ্ধিজনকেও চরণারবিন্দের সেবক করুন, কেন বিলম্ব করিতেছেন? ॥ ৫ ॥

বেদ ও মুনি-সুরবৃন্দ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব কহিতে পারেন না এমন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আপনার পাদপীঠকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। হে মাতঃ! পতিত-জন নিস্তারিণি! তুমি আমার প্রতি এমন কৃপা প্রকাশ কর, যেন ক্ষণকালও আপনার চরণ-কমল হইতে দূরে অবস্থান না করি ॥ ৬ ॥

বহু যোগাভিরত ও সমাধিসম্পন্ন ভক্ত সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা আপনার

যতন্তে দুর্লভ্যং তু কথমহমাপ্স্যামি তদহো!
বিহীনোঽহংস্বেভি সকলসুখদৈঃ সাধনশতৈঃ ॥ ৭ ॥

অহো! একে দেবানর্থবিমলতাপৈ স্তুতিমুদা,
যজন্তি দ্রব্যৌঘৈ র্যমনিয়মরক্তাঃ কতিপয়ে।
অহং ত্বামেবৈতাঃ বিমল জলপূর্ণাং প্রবিততাং,
সদা ধ্যাত্বা মাতঃ! প্রথিত সুখমগ্নো দিনগ্নিশম্ ॥ ৮ ॥

ভবত্যাং বিশ্বস্তঃ সকলসুরসেবাগগণয়ম্,
শ্রিতং তে পাদাব্জং প্রথিতকলুষঘ্নং খলু যথা।
ইদানী মৌদাস্যং ভজসি যদি কুণ্ডেশ্বরি! তদা,
নিরলম্বো মাতঃ! কথনুমবলম্বে কথয়তম্ ॥ ৯ ॥

তটে স্থিত্বা নিত্যং জননি! তব কুণ্ডস্যমুদতঃ,
প্রভাতে সায়ং যে তব হি ভজনে ধ্যান নিরতাঃ।
স্বয়ং তুষ্টা তেভ্যো দদসি নিজ বাঞ্ছেপ্সিত ফলং
সদাতো যোগ্যং মাং ত্বমনুনয় কুণ্ডেশ্বরি! ইমম্ ॥ ১০ ॥

চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। হে মাতঃ! সাধনহীন, ভজনহীন আমি কি প্রকারে আপনার সেই দুর্লভ চরণ পাইব? এখন আপনি যদি কৃপা করেন, তবেই আমার সকল আশা পূর্ণ হইতে পারে ।। ৭ ।।

এ জগতে কতকগুলি পুরুষ বিমল তপস্যা দ্বারা দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন। আবার কতকগুলি পুরুষ যমনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! আমি কিন্তু বিমল জলপূর্ণ বিস্তৃত পরম রমণীয় কুণ্ড-স্বরূপ আপনাকে দিবানিশি ধ্যান করিয়া পরম সুখে নিমগ্ন থাকি ॥ ৮॥

হে মাতঃ! একমাত্র আপনাকে বিশ্বাস করিয়া সকল দেবসেবাকে গণনা না করিয়া অশেষ পাপনাশক আপনার চরণকমল আশ্রয় করিয়াছি। হে কুণ্ডেশ্বরি! এখন যদি আপনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিরাশ্রয় হইয়া আমি কাহাকে অবলম্বন করিব? তাহাই বলুন! ॥ ৯ ॥

হে মাতঃ! আপনার তটে নিবাস করিয়া প্রভাতে ও সায়ংকালে যাঁহারা আপনার ধ্যান ও ভজন করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া

বিলম্বাং স্নেহার্দ্রা সম্মুখমৃদুদৃষ্টিং তু ভবতাং,
অনাথে মে তৃষ্ণা কুলিত হৃদয়ে পাপিনি সদা।
ভবেৎ পাপাবিষ্টে জননি! শুভদে! যদ্যপি শিশু,
ন সং ত্যাজ্যো মাত্রা স'হি স ঘৃণয়াহং তু চ তথা ॥ ১১ ॥

জগত্তৃষ্ণা জ্বালা জ্বলিত বপুষাম্মোহধিকতরং,
বিস্তজ্জালভাং তে জননি তটবাসং সুখকরং।
বিঘূর্ণন্ত্বাং চেতস্তদনিশমহো হে দ্রুততরং
যতধ্বং যেন স্যাৎ তবতটনিবাসং জনিচিরং ॥ ১২ ॥

দ্রুতংনশ্যত্যেবং মকৃদপি সুদৃষ্ট্যা খলু তু চেৎ,
দরিদ্রাণাং দৈনং চরিতমখিলং পাপমনসাং।
সদা ভক্তানাং বৈ বিমলজল কুণ্ডেশ্বরি! সুখং,
ইমং মূঢ়ং মাতস্ত্বদনুশরণাপ্তং নয়তু সুখং ॥ ১৩ ॥

তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। হে কুণ্ডেশ্বরি! সেই প্রকার সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য এই আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আপনার চরণারবিন্দ সমীপে আশ্রয় দান করুন ॥ ১০ ॥

হে কুণ্ডেশ্বরি! এই সংসার-বাসনাকুল-হৃদয় অনাথের প্রতি শুভদৃষ্টি দান করুন ও আমার এই সংসার (পুনঃ পুনঃ গতাগতিরূপ) নষ্ট করুন। হে শুভদে জননি! যদি শিবপুত্র পাপাচরণকারী হয়, তবে মাতা কি তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন? সেই প্রকার আমিও; আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না॥ ১১ ॥

হে মাতঃ! সংসারের তৃষ্ণাজ্বালায় শরীর দিবানিশি জ্বলিতেছে, চিত্ত অধিকতর বিঘূর্ণিত হইতেছে, এখন প্রার্থনা এই যে, আজীবন যাহাতে আপনার তটে নিবাস করিতে পারি, তাহার একটু যত্ন করিবেন ॥ ১২ ॥

হে কুণ্ডেশ্বরি! যদি কোন পাপী ও দরিদ্র ব্যক্তি একবারও আপনাকে দর্শন করে, তাহা হইলে আপনি তাহাদের দারিদ্র্যদুঃখ ও সকল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণের সুখদান করিয়া থাকেন। হে মাতঃ! আমি নিরন্তর আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে নিজ স্থান দান করুন ॥ ১৩।

স্মৃতিস্তে পাদাব্জে জননি ! চ যথা স্যাৎ খলু তথা,
সদা ভক্ত্যা হীনস্য তু চ সমলান্তো বিষয়িণঃ।
যতধ্বং ত্বং নিত্যং সকল সুরসং সেবা সলিলে,
মমান্তঃ সন্তাপং হরতু মৃত্তদৃষ্ট্যা হি জননী ॥ ১৪ ॥

প্রভূতাং সম্পত্তিং তৃণমিব পরিত্যজ্য সহসা,
মহান্তো নিত্যং বৈ জননি তব তীরস্থ বহবঃ।
শ্রয়ন্ত্যাহো প্রেম্না বিগতভবতৃষ্ণা অপিতু যে,
সুতুচ্ছাং মন্যন্তে কঠিনতম নির্ব্বাণপদবীং ॥ ১৫ ॥

অথ ক্ষুদ্রৈরনস্কান্ বিমলকরণার্থন্তু বহবঃ,
স্থিতা নামাখ্যাস্তু ত্রিভুবনতলে তীর্থনিবহাঃ।
অপি প্রায়শ্চিত্তা অমিতগণদোষাস্তুখলু যে
বিনাশার্থং তেষাং ত্বমিহ পুনরেকা বিজয়সে ॥ ১৬ ॥

শবৃত্তি ব্যাসঙ্গং প্রথিত জলচেষ্টাসু নিরতং,
কুতর্কেম্বাসক্তং সতত পরপৈশূন্য কথকং।
সদা পাপাবিষ্টং বিগতশুভকর্ম্মানুশরণং,
ঋতে ত্বং কো মাতর্দয়য়তিতু মাং দুষ্টমনিশং ॥ ১৭ ॥

হে মাতঃ! সদা ভক্তিহীন কুবিষয়বুদ্ধি ও মলিন এই জন যাহাতে আপনার চরণযুগল স্মরণ করিতে পারে, তাহার যত্ন করুন এবং নিজ বিমল দৃষ্টি দ্বারা নিত্যই আমার মনস্তাপ অপহরণ করুন ॥ ১৪ ॥

হে জননি! যাঁহারা সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য সকল তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের সহিত আপনার তীরকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য মুক্তি পথকেও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

হে মাতঃ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ সকল বিনষ্ট করিবার জন্য ত নানা নামধারী অনেক তীর্থ এই পৃথিবীতলে আছেন, কিন্তু অগণিত দোষ বিশিষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন ব্যক্তিগণের পাপ নাশ করিতে একমাত্র আপনিই বিরাজমান্ রহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

সদা কুতর্কাসক্ত, সংসারকর্ম্মনিরত, পরনিন্দাকারী, শবৃত্তি অবলম্বনকারী,

যদি স্যাদৌচিত্যং জননি! তব চিত্তে মৃদুতরে,
আহা মা মুদ্ধর্ত্তুং সদয় হৃদয়োদ্ধারয়তু মাং।
অহন্তু ত্বাং ধ্যায়ন্নথচ তব তীরে খলু বসন্,
সুখং শিষ্যে মাতস্ত্বয়ি নিহিত লোকদ্বয়ভরঃ ॥ ১৮ ॥

ন জানে ধর্ম্মং বা ন খলু বিধিতঃ সাধনমপি,
নচাধীতং শাস্ত্রং যদনু হি তু গচ্ছামি সততং।
পরং মাতর্নিত্যং সুবিমলতটেবাসিনমিমং,
কৃপাবিষ্টে মাতর্মলমনসদ্ধারতু মাং ॥ ১৯ ॥

ব্রজরাজপতে সুখদেতু সদা, বৃষভানুসুতেব্রজগোপিবরে।
ময়ি মন্দমতৌ পদ কঞ্জকৃপাং, কুরুমাতরহো শরণাগতকে ॥ ২০ ॥

ইহ যে খলুভক্তবরা, সুমুদা, পরিশাস্ত্ররতাঃ কিলতে সকলাঃ।
পরমার্থবিদো হি তু তেসরসং; জগদম্ব! গতাঃ সুবিচারতয়া ॥ ২১ ॥
তব কুণ্ডবরে শুচিনীরভরে, বহুমোদভরেণ নিমজ্জনকাঃ।
অতিকষ্টলভামপি মুক্তিবরা, মতিতুচ্ছনিকাং গণয়ন্তি সদা ॥ ২২ ॥

পাপাবিষ্ট ও শুভকর্ম্মানুসরণবিহীন, দুষ্ট আমাকে সদয় হৃদয় হইয়া আপনি উদ্ধার না করিলে আর কে উদ্ধার করিবে? ॥ ১৭ ॥

হে জননি! যদি আমাকে উদ্ধার করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তবে সদয় হইয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমি কিন্তু আপনার তীরে নিবাস পূর্ব্বক আপনার উপর ইহলোকের পরলোকের ভার দিয়া আপনার চরণ ধ্যান করিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছি ॥ ১৮ ॥

হে মাতঃ! আমি ধর্ম্ম জানি না, বিধিপূর্ব্বক সাধন জানি না, শাস্ত্রও অধ্যয়ন করি নাই, কেবল মাত্র আপনার তটে নিত্য নিবাস করিতেছি, এখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১৯ ॥

শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপার সুখদায়িনী ও বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার ও গোপীগণের সুখদায়িনি মাতঃ! এই মন্দমতি শরণাগত আমাকে শ্রীচরণ কমল দান করুন ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বকালে শাস্ত্রনিপুণ ভক্তগণ দিবানিশি শাস্ত্র-বিচার করিয়া আপনার ধ্যান করাই সর্ব্বোত্তম স্থির করিয়া আপনার প্রিয়তর এই শ্রীকুণ্ডকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অতএব হে মাতঃ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২১ ॥

আপনার সুপবিত্র নির্ম্মল কুণ্ডবরে যাঁহারা স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহারা

সুরবৃন্দবরৈর্বহুছন্দভরৈ, রনিশং পরিবর্ণিতমেবমুদা।
গুণগীতমহো খলু যস্য সদা, পরিসেবতি সোঽপি সদাভবতীং ॥ ২৩ ॥
ব্রজরাজসুতো ধৃতরাসভরঃ, সহ গোপিগণৈর্বহুহাস্যভরৈঃ।
বহুনর্ম্মতয়া সরসোঽস্য তু তে, পরিদীব্যতি কুঞ্জবরেষু তটে ॥ ২৪ ॥
ময়ি দীনবরে পরিহীনগুণে, ভবতাপঘনে নহি চাকুলিতে।
যদি নৈব করোষি কৃপাং তু তদা, বদ রোদিমি বৈ তু চ কস্য পুরঃ ॥২৫॥
ব্রজভূসকলাহি রমণ্যবরাঃ, খলু তাসু সুকেলি নিকেতমিদম্।
প্রিয়যুগ্মসুকুণ্ডযুগাভির্বরং, বহুসুন্দরদর্শনপাপহরং ॥ ২৬ ॥
তব তীরনিবাসমিদং হি সদা, ত্বপি দুর্লভমাপ্তমহোপি ময়া।
নিজজন্ম ইদং বহুধন্যতমং, বহুমন্যমনা জগদম্ব অহং ॥ ২৭ ॥

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্য মিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধিকা কারিতৈঃ,
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নীত্যনিত্যং ভজে ॥ ২৮ ॥

অতি কষ্টলভ্য মুক্তিকেও অতি তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

দেবগণ দিবানিশি নানা প্রকার ছন্দোদ্বারা যাঁহার গুণগান করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

আর সর্ব্ব গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে এই আপনার তীরে গোপীগণ নির্ম্মিত কুঞ্জে সদা রাসবিহার করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

গুণহীন, নির্গুণ, সংসারতাপতপ্ত এই আমার প্রতি যদি আপনি দয়া না করেন, তবে আমি আর কাহার নিকট রোদন করিব ? ॥ ২৫ ॥

এই শ্রীরাধাকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং নিবাস করিয়াছি, সে জন্য আমি আমাকে ধন্য মনে করিতেছি। এমন মনোহর; পাপহরণকারী সুন্দর স্থান এ জগতে আর নাই ॥ ২৬ ॥

হে মাতঃ! আপনার তীরে এই প্রকার দুর্লভ নিবাস প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছি, এবং এই জন্ম সফল হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

অরিষ্টাসুর বধের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ হইতে এই শ্রীকুণ্ড হইয়াছেন। এই কুণ্ড শ্রীরাধিকাকৃত সোপানাবলিতে রঞ্জিত এবং এই স্থানে সর্ব্বদা সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রকার প্রিয়প্রদানকারী এই শ্রীরাধাকুণ্ডকে ভজন করি ॥ ২৮ ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবল্লবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ,
নিত্যং বৈ মুরজিদ্ রসেন সততং শ্রীরাধিকা মুগুম্বন্।
পুষ্পালঙ্কৃতি সঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ,
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুত মাধুরী স্ববতু মাং মধ্যাহ্নরাসস্থলী ॥ ২৯ ॥

নীপৈশ্চম্পকপালিভির্নব কদম্বোদুম্বরৈঃ শোভিতৈঃ,
পুন্নাগৈর্বকুলৈ স্তমালবিতৈর্বাসন্তিকাভির্বৃতম্।
হৃদ্যং তৎ প্রিয়কুণ্ডয়ো স্তটমিলন্মধ্য প্রদেশং পরং
রাধামাধয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যা স্তদেবং ভজে ॥ ৩০

ইত্থং শ্রীরাধিকাশ্যামপাদপদ্মেষু চার্পিতাঃ।
বিলসন্তু সদা প্রেম্না মেহি প্রণতি পঙক্তয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অশাস্ত্রজ্ঞো মূঢ়মতি র্বক্তুমৈচ্ছমহৎ মুদা
শ্রীরাধাকুণ্ড রহস্য মেকদা সংবিভাবয়ন্। ৩২ ॥

অগাধ মহিমা রাধাকুণ্ড রহস্য বারিধেঃ
কথং স্যাং পারগো মূঢ় ইতিধ্যায়ন্নহংবঞ্জ ৩৩ ॥

বৈদগ্ধরসনিপুণ গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে বহুপুষ্পালঙ্কার দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ভূষিত করিয়া যে স্থানে ক্রীড়া করিতেছেন সেই এই মধ্যাহ্ন রাসস্থলী (পরমাদ্ভুত মাধুরী) আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৯

নীপ, কদম্ব, চম্পা, পুন্নাগ, বকুল, তমাল, বাসন্তী প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সুশোভিত, পরম রমণীয় শ্রীরাধামাধবের কুণ্ডদ্বয়ের মিলনস্থল এবং বিহারস্থল ভূমিকে সর্ব্বদা ভজন করি ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার শ্রীরাধাশ্যামের পাদপদ্মে প্রেমপূর্ব্বক অসংখ্য প্রণতি বিলাস করুক অর্থাৎ আমার প্রণতি শ্রীরাধাশ্যাম গ্রহণ করুন ॥ ৩১ ॥

একদা আমার বড়ই ইচ্ছা হইল যে; আমি শ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য বর্ণন করি, কিন্তু আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদি কিছুই তদ্রূপ নাই, আর শ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য

পদবন্ধতয়া তস্য যথাশাস্ত্রানুসারতঃ।
স্বীয়চিত্তবিনোদার্থং লবমাত্রং প্রকাশিতং ॥ ৩৪ ॥

এবং বৈ পরিভাবিতং সুমনসা প্রেমাভরেণৈবহি,
মাহাত্ম্যং সরসো স্তদেতন্ময়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণায়োঃ।
দোষাক্তং খলু যদ্যপাদমখিলং সর্ব্বানুকম্প্যাস্তথা,
মূঢ়োহয়ং স্বনধীত শাস্ত্রপটলঃ স্বীয়ৈর্গুণৈঃ সজ্জনৈঃ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডবাস্তব্য গোবর্দ্ধনীয় বংশোদ্ভব
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক শর্ম্ম প্রকাশিতে
শ্রীরাধাকুণ্ডতত্ত্বে তৎস্তুতি বর্ণনং নাম তৃতীয়ং সোপানং সমাপ্তং।

সমুদ্রের পারে কেমন করিয়া যাইব ? এই প্রকার বহু চিন্তা করিয়াও স্বীয়চিত্তবিনোদনার্থ (যথাশাস্ত্রানুসারতঃ) তন্মাহাত্ম্য অল্পমাত্র প্রকাশ করিলাম ॥ ৩২—৩৪ ॥

যদ্যপি এই শ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য-তত্ত্ব ছন্দোব্যাকরণ সাহিত্যাদি দোষ-দুষ্ট তথাপি "শ্রীভগবচ্চরিত্র" মনে করিয়াই আমি শ্রীকুণ্ডদ্বয়-রহস্য প্রকাশ করিলাম। এখন সজ্জনগণ তাঁহাদের স্বীয় গুণে অশাস্ত্রজ্ঞ মূঢ় এই জনকে সর্ব্ব প্রকারে ক্ষমা করুন, ইহাই তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী গুধেনিয়া
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক প্রকাশিত
শ্রীরাধাকুণ্ড-রহস্য তত্ত্বের চতুর্থ সোপান সমাপ্ত !

চতুর্থং সোপানম্।

অথ শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং লিখ্যতে।

বৃষভদনুজনাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ,
র্নিখিলনিজসখীভি র্যৎ স্বহস্তেনপূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞঃ প্রমোদাৎ
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥
ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ,
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তং।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃপ্রিয়ং যৎ,
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥
অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যা প্রসাদ—
প্রসর কৃত কটাক্ষপ্রাপ্তিকামঃ প্রকামং।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানমেবানুনব্ধৈ—
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥
ব্রজভুবন সুধাংশোঃ প্রেমভূমি র্নিকামং,
ব্রজমধুর কিশোরী মৌলিরত্ন প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥
অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশাদাদাস্যপুষ্পাপ্রশস্যা—
স্তদতি সুরতি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫
তটমধুরনিকুঞ্জাঃ ক্লৃপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজ পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্য শ্রিতা স্তৈঃ।
মধুকররুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা—
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

তটভুবিবরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি হৃদ্যাং,
মধুর মধুর বার্ত্তা গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি স্বুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥
অনুদিন মতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈ-
র্বর সরসিজগন্ধৈ র্হারিবারিপ্রপূর্ণৈঃ।
বিহরতি ইহ যস্মিন্ দম্পতীতো প্রমত্তৌ
তদতি স্বুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সমাপ্তং।

অথ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকং লিখ্যতে।
কিং তপশ্চচার তীর্থ লক্ষ্যমক্ষয়ং পুরা
কিং প্রসীদতি স্ম কৃষ্ণ এব স স্বয়ং যতঃ।
যত্র বাসমাপ সাধু তৎসমস্ত দুর্লভে!
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তনঃ ॥ ১ ॥
স হ্যরিষ্টদানবোহভিদানদো মহানিধে,
রস্মদাদি দুর্ম্মতিভ্য ইত্যহোহবসীয়তে।
যো মৃতিচ্ছলেন যত্র মুক্তিমদ্ভুতাং ব্যধাৎ,
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তনঃ ॥ ২ ॥
গোবধস্য নিষ্কৃতি স্ত্রিলোকতীর্থকোটিভিঃ
রাধয়েত্যবাদি তেন তাঃ হরিঃ সমাহ্বয়ৎ।
যত্র পার্ষ্ণিঘাতজে মমজ্জয়ঃ স্বয়ং মুদা,
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তনঃ ॥ ৩ ॥
ক্কাপি পাপনাশ এব কর্ম্ম বন্ধ বন্ধনাৎ,
ব্রহ্মসৌখ্য মেব বিষ্ণুলোকবাসিতাং ক্কচিৎ।
প্রেমরত্নমপ্যযত্নমেব যত্র লভ্যতে,
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তনঃ ॥ ৪ ॥
ফুল্ল মাধবীরসালনীপকুঞ্জমণ্ডলে,
ভৃঙ্গকোক কোকিলাদিকাকলীপদঞ্চিতে।

আষ্টযামিকা বিতর্ককোটিভেদ সৌরভে,
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তুনঃ ॥ ৫ ॥
দোলকেলিচিত্ররাম নৃত্যগীতবাদনৈ,
র্নিহ্নবপ্রসূনযুক্তসাধু পানকৌতুকৈঃ।
যত্র বৈ খেলৎ কিশোরশেখরঃ সহালিভি-
স্তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তুনঃ ॥ ৬ ॥
দিব্যরত্ন নির্ম্মিতাবতার সারসৌষ্ঠবৈঃ,
স্ফটিকাবিরাজি চারু কুট্টিম প্রভাভরৈঃ।
সর্ব্বলোকলোচনাভি ধন্যতায়তাভরে,
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তুনঃ ॥ ৭ ॥
মাধুরং বিকুর্ব্বতোঽপি জন্মধামদুর্লভং,
রাসকাননং ততোঽপি পাণিনা ধৃতো গিরিঃ।
শ্রীহরি স্ততোঽপি যৎপরং সরোঽতি পাবনং
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতি স্তুতাস্তুনঃ ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকং সমাপ্তং।

ওঁ মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দিতে ত্রিলোকশোকহারিণি,
প্রসন্নবক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জভূবিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্রভানুনন্দিনি ব্রজেন্দ্রসূনুসঙ্গতে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ১ ॥
অশোকবৃক্ষবল্লরী বিতানমণ্ডপস্থিতে,
প্রবালজ্বালপল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রিকোমলে।
বরাভয় স্ফুরৎকরে প্রভূত সম্পদালয়ে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ২ ॥
অনঙ্গরঙ্গমঙ্গল প্রসঙ্গভঙ্গুরভ্রুবা,
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমংদৃগন্তবাণপাতনৈঃ।
নিরন্তরং বশীকৃতং প্রতীতি নন্দনন্দনে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৩ ॥
তড়িৎসুবর্ণচম্পক প্রদীপ্ত গৌরবিগ্রহে,
মুখপ্রভাপরাস্তকোটিশারদেন্দুমণ্ডলে।
বিচিত্রচিত্র সঞ্চরচ্চকোরশাবলোচনে,

কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৪ ॥
মদোন্মদাতি যৌবন প্রমোদমানমণ্ডিতে,
প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে কলাবিলাসপণ্ডিতে।
অনন্য ধন্য কুঞ্জরাজ্য কামকেলিকোবিদে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৫ ॥
অশেষহাবভাব ধীর হীরহারভূষিতে,
প্রভূত শাত কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভি কুম্ভ সুস্তনি।
প্রশস্তমন্দহাসচূর্ণ পুর্ণসৌখ্যসাগরে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৬ ॥
মৃণালবালবল্লরী তরঙ্গরঙ্গ দোর্লতে,
ললামলাস্যলোললীললোচনাবলোকনে।
ললল্লুলন্মিলন্মনোজ্ঞমুগ্ধমোহনাকৃতে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৭ ॥
সুবর্ণমালিকোঞ্চিতে ত্রিরেখকম্বুকণ্ঠগে,
ত্রিসূত্রমঙ্গলীগুণত্রিরত্নদূরদীপিতে।
সললনীলকুন্তল প্রসূনগুচ্ছগুম্ফিতে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৮ ॥
অনেকমন্ত্রনাদমঞ্জুনূপুরারবস্খলে,
সমাজরাজহংসবংশ নিক্বনাতি গৌরবে।
বিলোলহেমবল্লরী বিড়ম্বিচারুচংক্রমে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ৯ ॥
অনন্তকোটিবিষ্ণুলোকনম্রপদ্মজার্চ্চিতে,
হিমাদ্রিজা পুলোমজা বিরিঞ্চিজাবরপ্রদে।
অপারসিদ্ধিবৃদ্ধি দিগ্ধসৎপদাঙ্গুলি প্রভে,
কদা করিষ্যসীহমাং কৃপাকটাক্ষভাজনং ॥ ১০ ॥
মনেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি, স্বধেশ্বরি, সুরেশ্বরি,
ত্রিবেদভারতীশ্বরি প্রমাণশাসনেশ্বরি,
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদকাননেশ্বরি,
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তুতে ॥ ১১ ॥

ইতি মমাদ্ভুতস্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনি,
করোতু সন্ততং জনে কৃপাকটাক্ষভাজনং।
ভবত্বনেন সম্ভতং ত্রিরূপ কর্ম্মনাশনং,
ভবত্বথ ব্রজেন্দ্রসূনমণ্ডল প্রবেশনং ॥ ১২ ॥
রাকায়াঞ্চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাঞ্চবিশুদ্ধধীঃ
একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং যঃ পঠেৎ সাধকঃ শতং ॥ ১৩ ॥
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
রাধাকৃপাকটাক্ষেণ ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥ ১৪ ॥
ঊরুদঘ্নে নাভিদঘ্নে হৃদ্দঘ্নে কণ্ঠদঘ্নকে।
রাধাকুণ্ডজলেস্থিত্বা যঃ পঠেৎ সাধকঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ বাক্সামর্থ্যং ততোলভেৎ।
ঐশ্বর্য্যং লভতে সাক্ষাৎ দৃশাপশ্যতি রাধিকাং ॥ ১৬ ॥
তেন সা তৎক্ষণাদেব তুষ্টাদত্তে মহাবরং।
যেন পশ্যতি নেত্রাভ্যাং তৎপ্রিয়ং শ্যামসুন্দরং ॥ ১৭ ॥
নিত্যলীলা প্রবেশঞ্চ দদাতি হি ব্রজাধিপ:।
অতঃ পরতরং প্রার্থ্যং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥
ইতি শ্রীমূর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণকটাক্ষং সম্পুর্ণম্।
ওঁ ভজে ব্রজৈকমণ্ডলং সমস্ত পাপখণ্ডনং।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈবনন্দনন্দনং।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং
অনঙ্গরঙ্গসাগরং ভজামি কৃষ্ণনাগরং ॥ ১ ॥
মনোজগর্ব্বমোচনং বিশালভাললোচনং,
বিধূতগোপশোচনং নমামি পদ্মলোচনং।
করারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোকসুন্দরং,
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণবারণং ॥ ২ ॥
কদম্বসূনকুণ্ডলং, সুচারুগণ্ডমণ্ডলং,
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্লভং।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়াদয়ানিধিং,
উলূখলে সুদুঃসহং নমামি নন্দসম্ভবং ॥ ৩ ॥

নবীনগোপনাগরং নবীন কেলিমন্দিরং,
নবীনমেঘসুন্দরং ভজে ব্রজৈকমন্দিরং ।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং,
দধাতু নন্দবালকঃ সমস্ত[illegible]ালকঃ ॥ ৪ ॥
সমস্তগোপনাগরীহৃদং ব্রজৈ[illegible]মোহনং,
নমামি কুঞ্জমধ্যগং প্র[illegible]ভালশোভিনং ।
দৃগন্তকান্তরিঙ্গণং সহাসবালসঙ্গিনং,
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবং ॥ ৫ ॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপানরং,
সুরাসুখপ্রদায়কং নমামিগোপনায়কং ।
সমস্তদোষশোষণং সমস্তলোকতোষণং.
সমস্তদাসমানসং নমামি কৃষ্ণলালসং ॥ ৬ ॥
সমস্ত গোপনাগরীনিকাম কামদায়কং,
দৃগন্তচারুসায়কং নমামি বেণুনায়কং ।
ভবো ভবানতারকং ভবাব্ধি কর্ণধারকং,
যশোমতে কিশোরকং নমামি দুগ্ধচৌরকং ॥ ৭ ॥
বিদগ্ধমুগ্ধগোপিকামনোমনোজদায়কং,
নমামি মুঞ্জকাননে প্রবৃদ্ধ বহ্নিপায়িনং ।
যদাতদা যথাতথা কৃষ্ণ সৎকথাময়া,
সদৈব গীয়তাং মুদা তথা কৃপা বিধীয়তাং ॥ ৮ ॥
গ্রহরসনবচন্দ্রে বৈক্রমাব্দে সুমাঘে,
সুরগণনুতরাধাকুণ্ডরহস্যতত্ত্বং ।
জগতি বিদিত কীর্ত্তিঃ পূর্ণতাং যাতমেতৎ,
পরমমৃদুল দৃষ্ট্যা সজ্জনাশ্চাদ্রিয়ন্তু ॥ ৯ ।

ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডবাস্তব্য গোবর্দ্ধনীয়-(গুধেনিয়া) বংশোদ্ভব
আচার্য্য শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ কৌশিক প্রকাশিতে
শ্রীরাধাকুণ্ডতত্ত্বে যুগলমূর্ত্তি স্তবসংগ্রহং নাম
চতুর্থং সোপানং সমাপ্তং ।

ওঁ শংভূয়াৎ ॥